POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ
فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ
فَاَبٰۤى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا

এবং আমরা মানবমণ্ডলীর জন্য নিশ্চয় এই কুরআনে প্রত্যেক উপমা বিভিন্নভাবে বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছি, তবুও অধিকাংশ লোক অবিশ্বাস করা ব্যতিরেকে (সব কিছু) অস্বীকার করিল।

(বনী ইসরাঈল: ৯০)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 40

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 5 Oct, 2023 19 রবিউল আউয়াল 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

একজন মোমেন অপর মোমেনের জন্য এক ভবন সদৃশ, যার একাংশ অপর অংশকে দৃঢ়তা দান করে

২৪৪৫) হযরত বারাআ বিন আযিব (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.) সাতটি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন এবং সাতটি বিষয় নিষেধ করেছেন। এরপর তিনি সেই সব বিষয়গুলি বর্ণনা করেন যেগুলো করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ অসুস্থের খোঁজ খবর নেওয়া, জানাযার সঙ্গে যাওয়া, কেউ হাঁচি দিলে তার উত্তর দেওয়া, সালামের উত্তর দেওয়া, অত্যাচারিতের সাহায্য করা এবং আমন্ত্রিত হলে আমন্ত্রণ গ্রহণ করা এবং কসম দানকারীর কসম পূর্ণ করা।

২৪৪৬) হযরত আবু মূসা (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, একজন মোমেন অপর মোমেনের জন্য এমন এক ভবন যার একাংশ অপর অংশকে দৃঢ়তা দান করে। আর (একথা বলে স্পষ্ট করার জন্য) তিনি নিজের এক হাতের আঙুলগুলিকে অপর হাতের আঙুলের মধ্যে প্রবেশ করান।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাযালিম)

নৈতিক ও চারিত্রিক সংশোধন অত্যন্ত জরুরী বিষয়। কেননা নৈতিকতাই হল পুণ্যের জননী।

আমার বিশ্বাস, পৃথিবীতে প্রতিটি বস্তু উপকারী। একজন মানুষ যে উচ্চ নৈতিকতা অর্জন করে কল্যাণকর সত্তা হয়ে ওঠে না, তার অবস্থা এমন হয় যা কারো উপকারে আসে না। তখন সে মৃত পশুর চেয়েও অধম হয়ে থাকে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

নৈতিকতা সকল পুণ্যের চাবিকাঠি

নৈতিকতা অন্যান্য সকল পুণ্যের চাবিকাঠি। যারা নিজেদের নৈতিক ও চারিত্রিক সংশোধন করে না তারা ক্রমশ নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। আমার বিশ্বাস, পৃথিবীতে প্রতিটি বস্তু উপকারী। এমনকি বিষ ও নোংরা আবর্জনাও কাজে লাগে। ইস্টারকিনা কাজে লাগে, এটা পেশির উপর প্রভাব ফেলে। কিন্তু একজন মানুষ যে উচ্চ নৈতিকতা অর্জন করার মাধ্যমে কল্যাণকর সত্তা হয়ে ওঠে না, তার অবস্থা এমন হয় যা কারো উপকারে আসে না। তখন সে মৃত পশুর চেয়েও অধম হয়ে থাকে। কেননা মৃতের চামড়া ও হাড়গোড়ও কাজে আসে। কিন্তু এমন মানুষের চামড়াও কাজে আসে না। এটাই সেই অবস্থা যখন মানুষ নিজেকে *'বাল হুম আযাল্লা'* প্রমাণ করে। অতএব স্মরণ রেখো! নৈতিক ও চারিত্রিক সংশোধন অত্যন্ত জরুরী বিষয়। কেননা নৈতিকতাই হল পুণ্যের জননী।

পুণ্যের প্রথম ধাপ, যেখান থেকে মানুষ শক্তি লাভ করে সেটি হল নৈতিকতা। দুটি শব্দ রয়েছে একটি হল 'খালক' এবং অপরটি 'খুলক'। 'খালক' বাহ্যিক জন্মের নাম আর 'খুলক' হল অভ্যন্তরীন জন্ম। যেরূপে বাহ্যিকভাবে কেউ সুন্দর হয় আবার কেউ অত্যন্ত কুৎসিত । অনুরূপভাবে কেউ অভ্যন্তরীণ সৃষ্টিগত দিক থেকে অত্যন্ত সুন্দর ও মনোহর হয় আবার কেউ হয় চর্মরোগী ও কুষ্ঠ রোগীর ন্যায় কুৎসিত। কিন্তু বাহ্যিক চেহারা যেহেতু দেখা যায়, তাই প্রত্যেক ব্যক্তি দেখা মাত্রই চিনে ফেলে এবং তার সৌন্দর্যকে পছন্দ করে এবং চায় না যে কুৎসিত ও আকর্ষণ হীন হতে। কিন্তু যেহেতু তাকে দেখা যায় তাই পছন্দ করা হয়। 'খুলক' কে যেহেতু দেখা যায় না, তাই তার সৌন্দর্য সম্পর্কে না জেনে তাকে চায় না। একজন অন্ধের জন্য সুন্দর বা কুৎসিত দুটোই সমান। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তির দৃষ্টি অভ্যন্তর পর্যন্ত পৌঁছয় না, সেও অন্ধ সদৃশ। 'খালক' বা বাহ্যিক সৃষ্টি তো স্পষ্ট বিষয়। কিন্তু 'খুলক'হল একটি ধারণাগত বিষয়। নৈতিক দোষত্রুটি এবং অভিসম্পাত জানা গেলে তবেই সত্য প্রকাশিত হয়। বস্তুত নৈতিক ও চারিত্রিক সৌন্দর্য এমন এক সৌন্দর্য যাকে প্রকৃত সৌন্দর্য বলা উচিত। খুব কম লোকে এটা সনাক্ত করতে পারে। নৈতিকতাই হল পুণ্যের চাবিকাঠি। যেমন বাগানের দরজায় তালা থাকে। দূর থেকে ফুল ফল দেখা যায়। কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করা যায়। কিন্তু তালা খুলে দিলে ভিতরে গিয়ে সমস্ত সত্য জানা যায় আর মন ও প্রাণে এক সতেজতার সঞ্চার হয়। নৈতিকতা অর্জন করা বস্তুত সেই তালা খুলে ভিতরে প্রবেশ করার নামান্তর।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৮২)

প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষকে তাদের সমগোত্রের মানুষই মুক্তি দিতে পারে। কেননা, সেই ব্যক্তিই নমুনা হতে পারে যে তাদের মধ্য থেকে হয়ে উঠে আসে। অতএব, মানুষ ছাড়া ভিন্ন কোন সত্তা রসুল হিসেবে মানুষের জন্য আসতে পারে না। কেননা সে তাদের জন্য দৃষ্টান্ত হতে পারবে না।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) কাহাফ এবং আসহাবে কাহাফ এর ব্যাখ্যায় বলেন:

কাহাফদের সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু ঘটনা উপস্থাপন করছি। যেমনটি বর্ণনা করেছি যে, কাহাফ বলতে বোঝানো হয়েছে কেটা কোম্বুজকে যা ভূ-গর্ভস্থ গুহার নাম। রোমান ও ইহুদীদের মধ্যে প্রথা ছিল মৃতদের কক্ষের মধ্যে রাখা। রোমান সামাজ্রের বড় বড় শহরের বাইরে এমন স্থান তৈরী হয়ে ছিল, যেগুলিকে কিটা কোম্বুজ বলা হত। খৃষ্টানদের উপর যখন অত্যাচার হয়, তখন তারা প্রাণ বাঁচাতে সেই সব কবরের মধ্যে আশ্রয় নিতে শুরু করে। এর দুটি কারণ জানা যায়। প্রথমত, ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে তারা অনায়াসে আত্মগোপন করতে পারত আর বিশ্রাম, ঘুম ও আবওহাওয়ার প্রতিকূলতার হাত থেকেও রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা হত। দ্বিতীয়ত, এজন্যও যে, সাধারণত মানুষ কবরস্তানকে ভয় করে চলে, এইরূপে তাদের জন্য মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার ভাল রকম সম্ভাবনা থাকত। এই কেটা কোম্বুজ রোমের কাছে অবস্থিত মিশরের শহর সেকেন্দ্রিয়ার সিসিলিতে অবস্থিত। মাল্টার কাছে সেই এগুলো আবিস্কৃত হয়েছিল। মি. বেঞ্জিমিন স্কট তাঁর পুস্তক 'দ্যা কেটাকোম্বুজ এট রোম' এ লেখেন- 'আমার মতে সেই প্রারম্ভিক যুগেও (যখন পোলোস রোম গিয়েছিল) খৃষ্টানরা নিজেদের রক্ষা করতে মানুষের ক্ষোভ এবং ইহুদীদের অত্যাচার ও রোমান সাম্রাজ্যের

এরপর ৯ পাতায়....

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১৪ আগস্ট ২০২৩
হুযুর আনোয়ার (আই.) এর অনলাইন সাক্ষাত জলসা সালানায় প্রদত্ত ভাষণ

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

"মুঝকো কাফের কেহ কর আপনে কুফর পর করতে হ্যাঁ মোহর/
ইয়েহ তো হ্যায় সব শকল উনকি, হাম তো হ্যাঁ আয়না দার।
[হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত মুনসিফ পত্রিকার পক্ষ থেকে আরোপিত জামাত আহমদীয়া মুসলেমার বিরুদ্ধে অপবাদসমূহের উত্তর।

বিগত দুটি সংখ্যায় আমরা হায়দরাবাদের মুনসিফ পত্রিকার পক্ষ থেকে জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তথা প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর উপর উত্থাপিত আপত্তিসমূহের উত্তর দিচ্ছি। আপত্তিসমূহের বিস্তারিত বিবরণ এবং পৃষ্ঠভূমি ১৭ই আগস্টের সংখ্যায় দ্রষ্টব্য। মুনসিফ পত্রিকা আপত্তি করেছে যে, সৈয়্যদানা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ান (আ.) তথা মসীহ ও মাহদী (আ.) ইংরেজদের সঙ্গে মিলে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালিক। আমরা যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট করেছিলাম যে, ষড়যন্ত্র তো অনেক দূরের কথা, হযরত মসীহ মওদউ (আ.)–এর সঙ্গে পাদ্রীদের মেলামেশা ও ওঠাবসা পর্যন্ত অসম্ভব বিষয় ছিল। একথায় এতে তুলনা করা যেতে পারে পশ্চিম থেকে সূর্যোদয়ের সঙ্গে। এর বড় কারণ এটাই ছিল যে, পাদ্রীদের দল ইসলাম এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে গালি দিত। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাদের ধর্মের বিরুদ্ধে এমন এক অসাধারণ জিহাদ করেন যার তুলনা চৌদ্দশ বছরে পাওয়া যায় না। ইংরেজরা কি এমন এক ব্যক্তিকে নিজেদের স্বার্থের জন্য দাঁড় করাবে যে কিনা তাদেরই ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করে? খৃষ্টবাদের বিরুদ্ধে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর সেই আযিমুশ শান জিহাদের কিছু ঝলক নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছিলাম। সেই ধারাবাহিকতায় আজ তাঁর কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরব।

মসীহর নামে এই অধমকে পাঠানো হয়েছে যাতে ক্রুশীয় মতবাদকে খণ্ডবিখণ্ডিত করে দেখানো হয়।

হাদীস শরীফে يَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ এর অধীনে সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর ঐশী মিশন ছিল খৃষ্টবাদের মূলোৎপাটন করা এবং ইসলামের হৃত গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্বকে পৃথিবীর বুকে পুনঃপ্রতিষ্ঠত করা। অতএব, ভেবে দেখার বিষয় হল, ইংরেজ কি এমন এক ব্যক্তিকে দাঁড় করাতে পারে যাকে প্রধান কাজ হল ক্রুশীয় মতবাদকে খণ্ডিত করা? বস্তুত তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর হওয়ার সম্মান ও একজন উম্মতী নবী হওয়ার মর্যাদা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ইংরেজরা তাঁকে দিয়ে নবুয়তের দাবি করিয়েছে– এমন অপবাদ নিতান্তই হাস্যকর। সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিজের কাজ এবং ঐশী কর্তব্যকে কোন ভাষায় বর্ণনা করেছেন তা লক্ষ্য করুন।

"অতএব এই অধমের সময়ে অন্যান্য বুযুর্গের চরিত্রগত সাদৃশ্য ছাড়াও হযরত মসীহের চরিত্রের সাথে এক বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ বারাহীনে আহমদীয়াতে লিপিবদ্ধ আছে। এই চরিত্রগত সাদৃশ্যের দরুনই এই অধমকে মসীহের নাম দিয়ে পাঠানো হয়েছে, যেন ক্রুশীয় মতবাদকে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয়। সুতরাং আমি ক্রুশ ভাঙ্গার ও শূক বধ করার জন্য প্রেরিত হয়েছি। আমি আকাশ থেকে সেই পবিত্র ফিরিশতাসহ অবতীর্ণ হয়েছি, যারা আমার ডানে–বামে আছেন। আমার খোদা যিনি আমার সাথে আছে, তিনি তাদেরকে আমার কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রত্যেক যোগ্য হৃদয়ে প্রবেশ করাবেন ও করাচ্ছেন। আমি যদি চুপও থাকি এবং আমার কলম লেখা থেকে বিরতও থাকে তবুও আমর সাথে যে ফিরিশতাগণ অবতীর্ণ হয়েছেন তারা তাদের কাজ বন্ধ করতে পারেন না। তাদের হাতে বড় বড় হাতুড়ি রয়েছে। এগুলো ক্রুশ ভাঙ্গার ও সৃষ্টি পূজার মূর্তি ধ্বংস করার জন্য দেওয়া হয়েছে।"

(ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১, টিকা)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, " ক্রুশভঙ্গের অর্থ ক্রুশের কাঠ বা সোনা রূপার ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলা হবে বোঝা এক মারাত্মক ভুল। এই ধরণের ক্রুশ তো ইসলামী যুদ্ধসমূহে সর্বদাই ভাঙ্গা হয়েছে। বরং এর অর্থ হল এই যে, প্রতিশ্রুত মসীহ ক্রুশীয় মতবাদকে খণ্ডন করবেন এবং এরপর পৃথিবীতে ক্রুশীয় মতবাদ বিকশিত হবে না। ক্রুশীয় মতবাদ এমনভাবে খণ্ডিত হবে যে, এরপর কেয়ামত পর্যন্ত এর কোন চিহ্ন থাকবে না।"

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড–২২, পৃ: ৩২৪)

ঈসা (আ.)–এর মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন নিহিত।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইংরেজদের খোদাকে মৃত প্রমাণিত করেন। কুরআন করীম, হাদীস, বাইবেল এবং ঐতিহাসিক তথ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে। এবং সমাধি পর্যন্ত বলে দিচ্ছে যে, শ্রীনগর মহল্লা খানিয়ারে। ইংরেজরা এমন এক ব্যক্তিকে দাঁড় করাতে পারে যে কিন তাদের খোদাকেই মৃত প্রমাণ করে তাদের ধর্মকে জীবিত কবর দেয়? অতএব, এমন নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ আপত্তি করা থেকে পত্রিকাটির বিরত থাকা উচিত। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর একটি উদ্ধৃতি ।তুলে ধরছি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"আমি অত্যন্ত জোরালোভাবে পূর্ণ বিশ্বাস ও অন্তদৃষ্টিতে বলছি যে, আল্লাহ্ তা'লা অন্যান্য ধর্মগুলোকে মিটিয়ে দিয়ে ইসলামকে জয়যুক্ত এবং শক্তিশালী করার পরিকল্পনা করেছেন। এখন কোন হাত এবং শক্তি এমন নেই যে, আল্লাহ্র পরিকল্পনার মোকাবেলা করতে পারে। فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ (অর্থ: আল্লাহ্ যা চান তা করেন।) হে মুসলমানগণ! স্মরণ রাখবে আল্লাহ্ তা'লা আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে এই সংবাদ দিয়েছেন আর আমি আমার সেই সংবাদ পৌঁছে দিয়েছি। এখন একটি শ্রবণ করা বা না করা তোমাদের দায়িত্ব। হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেনএটি সত্য কথা। আমি খোদা তা'লার কসম খেয়ে বলছ, যে প্রতিশ্রুত ব্যক্তির আসার কথা ছিল আমিই সেই। এটিও নিশ্চিত বিষয় যে, ঈসা (আ.)–এর মৃত্যুতে ইসলামের জীবন নিহিত।"

(লেকচার লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড–২০, পৃ: ২৯০)

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, "আমি বড় বড় পাদ্রীদেরকে জিজ্ঞাসা করেছি, তারা বলেছেন, যদি এটা প্রমাণ হয়ে যায় যে, মসীহ মৃত্যুবরণ করেছেন তবে আমাদের ধর্ম জীবিত থাকতে পারে না।"

(লেকচার লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড–২০, পৃ: ২৬৪)

যে ব্যক্তি খোদা হয়ে তিন দিন পর্যন্ত মৃত হয়ে থাকে তার শক্তিমত্তার জয়গান করাই লজ্জাজনক বিষয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) শক্তিশালী যৌক্তিক, শাস্ত্রীয় এবং ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, একজন মানুষ কখনও খোদা হতে পারে না। লক্ষ্য করুন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইংরেজদের খোদার শক্তিহীনতা ও অসহায়ত্বকে কেমন জোরালো ভাষায় তুলে ধরেছেন। এখন বলুন, ইংরেজরা কি এমন কোন ব্যক্তিকে নিজেদের স্বার্থের জন্য দাঁড়া করাতে পারে?

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন–

"পাদরী সাহেবরা তাদের পরমেশ্বরকে সর্বশক্তিমান বলতে পারেন না। কারণ তিনি তার শত্রুদের হাতে প্রহৃত হয়েছেন, বেত্রাহত হয়েছেন, ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন। সর্বশক্তিমান হলে এমন লাঞ্ছনা ভুগতেন না। সর্বশক্তিমান হলে নিজ দাসদের মুক্তি সাধনের জন্য নিজ প্রাণ বিনাশের আবশ্যকতা হতো না। যিনি খোদা হয়েও তিন দিন মৃত ও প্রাণহীন থাকলেন, তাকেসর্বশক্তিমান বলা লজ্জার বিষয়। স্বয়ং পরমেশ্বর তিন দিন যাবৎ নির্জীব ও শেষ যাত্রার পথিক ছিলেন। কিন্তু তারই সৃষ্ট জীবজন্তুরা তৎকালেও সতেজ ও সজীব ছিল, এটা আরো আশ্চর্যের বিষয়।"

(চাশমায়ে মসীহি,রূহানী খাযায়েণ, খণ্ড–২০, পৃ: ৩৭১)

তওরাত ও বাইবেলে ত্রিত্ববাদের শিক্ষার নামচিহ্ন পর্যন্ত নেই।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাদের ত্রিত্ববাদকে শক্তিশালী দলিল প্রমাণের মাধ্যমে খণ্ডবিখণ্ডিত করেছেন। অতএব এখানে চিন্তা করার বিষয় এই যে, ইংরেজরা কি এমন কোন ব্যক্তিকে নিজেদের স্বার্থের জন্য দাঁড় করাতে পারে যে কিনা সর্বক্ষণ তাদের ধর্মকে পৃথিবীর বুক থেকে উপড়ে ফেলতে তৎপর থাকে। লক্ষ্য করুন,কিরূপ শক্তিশালী যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা তিনি ত্রিত্ববাদের যুক্তিকে খণ্ডন করেছেন। এটা তো সমুদ্রের সামনে একটি বিন্দুমাত্র।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন– অভিধানে দাজ্জাল বলা হয়েছে মিথ্যাবাদীর দলকে যারা মিথ্যাকে সত্যর সঙ্গে গুলিয়ে দেয় এবং আল্লাহ্র সৃষ্টিকে বিপথে চালিত করতে চক্রান্ত ও সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিশ্রিত করার পদ্ধতি অবলম্বন করে।

!আর কেবল কুরআনেই যে ত্রিত্ববাদের প্রতিবাদ পাওয়া যায় এমন নয়। তওরাত কিতাবেও এর খন্ডন বিদ্যমান। যে তওরাত মূসা (আ:) নবীর কাছে অবতীর্ণ হয়েছিল তাতে ত্রিত্ববাদের কোন উল্লেখ নেই, এমন কি এর নাম গন্ধও নেই। একত্ববাদ স্মরণ রাখার জন্যে ইহুদীদেরকে বিশেষভাবে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, প্রত্যেক ইহুদী কলেমা তৌহীদ(একত্ববাদ মন্ত্র) মুখস্থ করবে। নিজ নিজ গৃহের চৌকাঠে লিখে রাখবে। পুত্র–কন্যাদেরকে শিক্ষা দিবে। ..... আমি কোন কোন ইহুদীকে এ সম্বন্ধে হলফ

জুমআর খুতবা

আমাদের প্রত্যেক কর্মকর্তার এই চিন্তাধারা হওয়া উচিত যে, জাতির নেতা তাদের সেবক হয়ে থাকে। আমাদের জমাতের ব্যবস্থাপনাতেও প্রত্যেকটি পদে বা কাজে যখন কাউকে নিযুক্ত করা, তখন সেটি তার জন্য আমানত স্বরূপ।

আমাদের চেষ্টা করতে হবে সর্বশ্রেষ্ট ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা এবং দোয়া করে নির্বাচন করা।

আমি যাকে কোন কাজের জন্য নিযুক্ত করি আল্লাহ্ তা'লা তাকে সাহায্য করেন এবং যে ব্যক্তি নিজের বাসনার অনুসরণে নিজেই কোনও কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তাকে সাহায্য করা হয় না। এমন ব্যক্তিকে সাহায্য করেন না।

পদ লাভের বাসনা করা, কোন কাজের তত্ত্বধায়ক হওয়ার বাসনা করা অপছন্দনীয় বিষয়। তবে খিদতের স্পৃহা থাকা বাঞ্ছনীয়। খিদমত যে কোন প্রকারের হতে পারে। এটি পছন্দনীয় বিষয়।

কেউ যদি কোন পদের জন্য বাসনা পোষণ করে থাকে তবে জামাতীয় ব্যবস্থাপনায় এবং প্রত্যেক নির্বাচনী মঞ্চে তাকে নিরুৎসাহিত করা উচিত।

যে কেউ নির্বাচনী সভার সদস্য হয় সে যেন আল্লাহ্ তা'লার আদেশ মোতাবেক নিজের মতামত প্রদানের অধিকার প্রয়োগ করে। এবং দোয়ার পর এবং ন্যায়পরায়ণতার সাথে নিজের দৃষ্টিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সুপারিশ যুগ খলীফার কাছে উপস্থাপন করে।

কিছু কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে যে, তাদের আচরণে বিনয় নেই। এমন মনে হয় যে, সেই পদ লাভের পর সে কোন অসাধারণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছে।

কর্মকর্তারা নিজেদের মধ্যে বিনয় সৃষ্টি করুন এবং যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করুন।

প্রত্যেক কর্মকর্তাকে নিজের নিজের বিভাগের উন্নতির জন্য প্রত্যহ অন্ততপক্ষে দুই রাকাত নফল পড়া উচিত। কেননা আল্লাহ্ তা'লা এতে বরকত দান করেন।

যদি তরবিয়ত বিভাগ সক্রিয় হয়ে ওঠে তবে আমার অনুমান, অন্যান্য বিভাগগুলি নিজে থেকেই ৭০ শতাংশ পর্যন্ত সুচারুরূপে কাজ করতে শুরু করবে।

জামাতের সদস্যদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রেখে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও উন্নতি করুন।

জামাতের ব্যবস্থাপনার গঠন হয়েছে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির প্রেরণা তৈরী এবং পরস্পরের প্রতি যত্নবান থাকার উদ্দেশ্যে।

আমরা সকলে এক, পরস্পর ভাইভাই। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মিশনকে পূর্ণ করার জন্য আমরা নিজের নিজের শক্তি ও সামর্থ অনুসারে চেষ্টা করছি।

এই চিন্তাধারাই আমাদের জামাতের ব্যবস্থাপনাকে একটি সুন্দর ব্যবস্থাপনায় পরিণত করতে পারে এবং আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য প্রদান করতে পারে।

জামাতের সদস্যদের উদ্দেশ্যে আমি এটাও বলে দিই যে, এখানে যে চিঠিই আসুক, এখানে পৌঁছলে সেটা অবশ্যই পড়া হয় এবং সেই অনুসারে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২৫ই আগস্ট , ২০২৩, এর জুমুআর খুতবা (২৫ জহুর ১৪০২ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,আল্লাহ্ তা'লা নিজ বান্দার ইস্তেগফার এবং তওবা গ্রহণকারী, শর্ত হলো তা যেন সত্য তওবা হয়। তা যেন কেবল বুলিসর্বস্বনা হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা এ বিষয়টি বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন যে, প্রকৃত তওবাকারীদের তিনি সম্পদ ও সন্তানে ধন্য করেন। ঐশী শাস্তি থেকে রক্ষা লাভের এটি একটি মাধ্যম। ইস্তেগফারকারী আল্লাহ্ তা'লার কৃপা লাভকারী হয়। এক স্থানে আল্লাহ্ তা'লা ইস্তেগফারকারীদের সুসংবাদ প্রদান করে বলেন, لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا (সূরা নিসা: ৬৫)। অর্থাৎ, তারা অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লাকে অনেক বেশি তওবা গ্রহণকারী এবং বার বার কৃ পাকারী হিসেবে পায় কিন্তু শর্ত হলো, সত্যিকার ইস্তেগফার যেন হয়, সত্যিকার তওবা যেন হয়। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, পাপ থেকে সত্যিকার তওবাকারী এমন যেন সে কোনো পাপই করে নি।

আল্লাহ্ তা'লা যখন কোনো মানুষকে ভালোবাসেন তখন পাপ তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না অর্থাৎ পাপে প্ররোচনাদানকারী শক্তিসমূহ

তাকে মন্দের প্রতি আসক্ত করতে পারে না আর মন্দের পরিণাম থেকে আল্লাহ্ তা'লা তাকে সুরক্ষিত রাখেন। অতঃপর মহানবী (সা.) এই আয়াত পাঠ করেন যে, إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (সূরা বাকারা: ২২৩) অর্থাৎ তওবাকারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের আল্লাহ্ তা'লা ভালোবাসেন। নিবেদন করা হয় যে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! তওবার লক্ষণ কী? কীভাবে জানা যাবে যে সঠিক তওবা হচ্ছে? তিনি (সা.) বলেন, অনুতাপ ও অনুশোচনা হলো তওবার লক্ষণ।

(কুনযুল উম্মাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৬১, হাদীস-১০২৪৮)

অতএব প্রকৃত তওবাকারী সত্যিকার অনুশোচনা ও অনুতাপ প্রদর্শন করে যেখানে পাপ থেকে পবিত্র হয় সেখানে সে আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসাও লাভ করে। সে বার বার আল্লাহ্ তা'লার কৃপা থেকে অংশ লাভ করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে সত্যিকার তওবার শর্তাবলী উল্লেখ করেন। প্রথম শর্ত হলো, অসৎ চিন্তাভাবনা ও মন্দ কল্পনা পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ যে-সব চিন্তাভাবনাকে নোংরা আনন্দের কারণ মনে করা হয় সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা। এটি অনেক বড় জিহাদ। মানুষের এই জেহাদ করা উচিত, তবেই তওবার দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। দ্বিতীয় শর্ত হলো, প্রকৃত অনুতাপ ও অনুশোচনা প্রদর্শন করা। একথা চিন্তা করা যে, এসব জাগতিক স্বাদ এবং আনন্দ সাময়িক জিনিস। আর মানুষের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রতিদিন এতে ঘাটতি দেখা দেয়। তাহলে মানুষ কেন এগুলোতে লিপ্ত থাকবে। অতএব সৌভাগ্যবান তারা যারা এই বাস্তবতাকে বুঝতে পারে এবং তওবা করে আর প্রকৃত অনুশোচনা প্রকাশ করে। মহানবী (সা.) এই প্রকৃত অনুশোচনার কথাই বলেছেন। আর তৃতীয় শর্ত হলো, দৃঢ় সংকল্প করা যে, এসব মন্দের ধারেকাছেও ঘেঁষবে না। আর এখানেই থেমে গেলে হবে না অর্থাৎ মন্দের কাছেও না যাওয়ার অঙ্গীকার করলাম আর এটাই যথেষ্ট। বরং উত্তম চরিত্র এবং পবিত্র কর্ম সেই স্থান গ্রহণ করবে। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৩৮-১৩৯)

এটি হলো প্রকৃত তওবা। এটি হলো প্রকৃত অনুশোচনা। আর এটি হলো সেই অবস্থা যে অবস্থা অর্জনকারী বান্দাদের খোদা তা'লা ভালোবাসেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইস্তেগফার এবং তওবার প্রতি বার বার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মানুষ ভুল করে আর যখন বার বার এসব ভুলের পুনরাবৃত্তি হয় তখন তা একটির পর অন্য পাপে নিমজ্জিত করতে থাকে। তাই সর্বক্ষণ আল্লাহ্ তা'লার কাছে ইস্তেগফার করে, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিনত হয়ে, আমাদের নিজেদের হৃদয়কে পবিত্র করার চেষ্টা করা উচিত। আর সর্বদা এই চিন্তায় থাকা উচিত যে, কখনো হুকুকুল্লাহ্ (তথা আল্লাহ্র অধিকার) ও হকুকুল ইবাদ (তথা বান্দার অধিকার) যেন খর্ব না হয়।

যেমনটি আমি বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বার বার জামা'তের সদস্যদের মনোযোগ ইস্তেগফারের প্রতি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর এতটা চিন্তা ছিল যে, এমন কোনো উপলক্ষ্য আসে নি যখন তিনি জামা'তের সদস্যদের মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করেন নি। নিজ বৈঠকসমূহে, নিজ প্রবন্ধসমূহে বার বার তিনি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। অতএব আমাদের জন্য এটি একান্ত আবশ্যক যেন আমরা আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূলের আদেশ এবং নির্দেশাবলীর আলোকে বর্ণিত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশাবলীকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রেখে সেগুলোর ওপর আমল করার চেষ্টা করি, যেন বয়আতের দায়িত্ব পালনকারীও হতে পারি।

আমরা যদি নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি না করি আর প্রকৃত তওবা ও ইস্তেগফারের প্রতি মনোযোগী না হই তাহলে আমাদের নিজেদের সংশোধনের অঙ্গীকার করা আমাদের কোনো উপকার করতে পারবে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বহু স্থানে তওবা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি।ইস্তেগফারের কী লাভ- এটি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, وَاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ (সূরা হূদ: ০৪)। স্মরণ রেখো, দুটি জিনিস এই উম্মতকে দান করা হয়েছে; একটি শক্তি অর্জনের জন্য আর দ্বিতীয়টি অর্জিত শক্তি ব্যবহারিকভাবে প্রদর্শনের জন্য। শক্তি অর্জনের জন্য হলো ইস্তেগফার যেটিকে ভিন্নশব্দে 'ইস্তেমদাদ' এবং 'ইস্তেআনত'-ও বলা হয় অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য চাওয়া। সূফীগণ লিখেছেন যে, শরীরচর্চা করলে যেমন- মুগুর ভাজার ফলে যেভাবে দৈহিক শক্তি ও সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়, ভারোত্তলনকারী যারা ভার উত্তোলন করে, ডাম্বেল উত্তোলন করে, বিভিন্ন প্রকার শরীরচর্চা যারা করে, তাদের শরীরচর্চায় যেভাব দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি পায় একইভাবে আধ্যাত্মিক মুগুর হলো ইস্তেগফার। এর মাধ্যমে আত্মা একপ্রকার শক্তি লাভ করে আর হৃদয়ে দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়। যে-ব্যক্তি শক্তি লাভ করতে চায়, সে যেন ইস্তেগফার করে।

শক্তি লাভ করতে চাইলে ইস্তেগফার করো। 'গাফার' বলা হয় ঢেকে ফেলা এবং আচ্ছন্ন করাকে। ইস্তেগফারের মাধ্যমে মানুষ সে-সব আবেগ এবং চিন্তাভাবনাকে আচ্ছাদিত ও আচ্ছন্ন করার চেষ্টা করে যেগুলো খোদা তা'লার পথে বাধা দেয়। অতএব ইস্তেগফারের অর্থ এটিই যে, যে-সব বিষাক্ত উপকরণ আক্রমণের মাধ্যমে মানুষকে ধ্বংস করতে চায়, সেগুলোর ওপর বিজয়ী হওয়া আর খোদা তা'লার নির্দেশাবলী পালনের পথের অন্তরায়সমূহ থেকে আত্মরক্ষা করে সে-সব নির্দেশের ব্যবহারিক বাস্তবায়ন করা। একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা মানুষের মাঝে দুধরনের উপকরণ রেখেছেন। একটি হলো 'সাম্মী' অর্থাৎ বিষাক্ত উপকরণ এবং এটি শয়তানের অধিনস্ত , আর দ্বিতীয়টি বিষের প্রতিষেধকের উপকরণ। মানুষ যখন অহংকার করে আর মনে করে,আত্মশ্লাঘা তাকে গ্রাস করে এবং বিষের প্রতিষেধকের প্রস্রবণ থেকে সাহায্য নেয় না তখন 'সাম্মী' বা বিষের শক্তি প্রাধান্য লাভ করে। বিষাক্ত উপকরণ প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু সে যখন নিজেকে তুচ্ছজ্ঞান করে আর নিজের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করে তখন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে একটি প্রস্রবণ সৃষ্টি হয় যার মাধ্যমে তার আত্মা কোমল হয়ে বয়ে যায় আর এটিই ইস্তেগফারের অর্থ অর্থাৎ সেই শক্তি লাভ করে বিষাক্ত উপকরণের ওপর বিজয়ী হওয়া। এটি হলো প্রকৃত ইস্তেগফার। মোটকথা এর অর্থ হলো, ইবাদতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো অর্থাৎ প্রথমত রসূলের আনুগত্য করো। দ্বিতীয়ত সর্বদা খোদার কাছে সাহায্য যাচনা করো। হ্যাঁ, প্রথমে নিজ প্রভুর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো। আর যখন শক্তি লাভ হয় তখন ***'তুবু ইলাইহি'*** অর্থাৎ খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করো। (মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৭-৬৮) আল্লাহ্র সাহায্য লাভের জন্য তাঁর কাছেই দোয়া করতে হবে।

এরপর তিনি (আ.) বলেন,একথা সু স্পষ্ট যে, মানুষ তার স্বভাবগত দিক থেকে খুবই দুর্বল এবং তার ওপর মহান আল্লাহ্র শত শত হুকুমের বোঝা চাপানো হয়েছে। মানুষ দুর্বল তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ অনেক আদেশ দিয়েছেন। তাই এটি তার স্বভাবের মাঝে অন্তর্নিহিত যে, সে তার দুর্বলতার কারণে কিছু হুকুম পালনে অক্ষম হতে পারে। এটি স্বাভাবিক বিষয় যে, এতো বিধিনিষেধ, তাই হতে পারে তার দ্বারা সকল বিধিনিষেধ পালন করা সম্ভব হয় না আর কখনো কখনো নফসে আম্মারা (বা অবাধ্য আত্মার) কিছু আকাঙ্ক্ষা তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে। তাই তার প্রকৃতিগত দুর্বলতার দৃষ্টিকোণ থেকে তার এ অধিকার রয়েছে যে, সে যদি কোনো ভ্রান্তির সময় তওবা ও ইস্তেগফার করে তবে আল্লাহ্র রহমত তাকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করবে। সত্যিকার তওবা হলে মানুষের প্রকৃতিতে যে দুর্বলতা নিহিত রয়েছে সেজন্য এটি তার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত যে, মহান আল্লাহ্ যেন তার প্রকৃত তওবা কবুল করেন এবং তাকে রক্ষা করেন। এজন্য এটি সুনিশ্চিত, আল্লাহ্ যদি তওবা কবুল না করতেন তাহলে শত শত আদেশের এই বোঝা কখনো মানুষের ওপর চাপানো হতো না। এ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়, আল্লাহ্ অনেক বেশি তওবা গ্রহণকারী এবং ক্ষমাশীল আর তওবার অর্থ হলো এক ব্যক্তি এই স্বীকারোক্তির সাথে একটি মন্দকর্ম এমনভাবে পরিত্যাগ করে যে, তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হলেও সে আর কখনো এই খারাপ কাজটি করবে না। অতএব এটি হলো শর্ত, এমন তওবা হতে হবে। সুতরাং যখন এক ব্যক্তি এরূপ আন্তরিকতা ও দৃঢ় সংকল্পের সাথে খোদার দিকে ফিরে যায় তখন খোদা তা'লা স্বীয় সত্তায় অতিব সদয় ও করুণাময়রূপে প্রকাশিত হন। তিনি এই পাপের শাস্তি ক্ষমা করে দেন আর এটি আল্লাহ্র সর্বোচ্চ গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত যে, তিনি তওবা কবুল করে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করেন। মানুষের যদি তওবা গৃহীত হওয়ার আশা-ই না থাকে তবে সে পাপ থেকে বিরত হবে না। "

তওবা কবুল হওয়ার আশা না থাকলে সে গুনাহ করতেই থাকবে। অনেক মানুষ প্রশ্ন করে, পরিণতি যদি এমনই হওয়ার থাকে তাহলে তওবা করে কী লাভ? না, পরিণতির আগে তওবা করা হলে আল্লাহ্ তা'লা রক্ষা করেন। তিনি (আ.) বলেন, খ্রিষ্টান ধর্মও তওবা কবুলে বিশ্বাস করে তবে শর্ত হলো, যে তওবা করবে তাকে খ্রিষ্টান হতে হবে। কিন্তু ইসলামে তওবা করার জন্য কোনো ধর্মের শর্ত নেই। প্রতিটি ধর্ম পালনের মাধ্যমেই তওবা কবুল হতে পারে। কেবল সেই পাপ অবশিষ্ট থাকে যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাব এবং আল্লাহ্র রসূলকে অস্বীকার করে আর এটি একেবারেই অসম্ভব যে, মানুষ কেবল নিজ কর্মের জোরে পরিত্রাণ পেতে পারে, বরং এটি হলো খোদার অনুগ্রহ, তিনি কারো তওবা কবুল করেন এবং কাউকে নিজ কৃপায় এমন শক্তি দান করেন যে, সে পাপ থেকে নিরাপদ থাকে।" (চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-২৩, পৃ: ১৮৯-১৯০)

এক ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বৈঠকে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে, আমি কী ওজিফা পাঠ করব?

তিনি (আ.) বলেন, বেশি বেশি ইস্তেগফার পড়ো। মানুষের মুক্তির জন্য মাত্র দুটি পথ খোলা আছে, হয় সে কোনো পাপ করবে না অথবা

আল্লাহ্ তা'লা তাকে এই পাপের মন্দ পরিণতি থেকে রক্ষা করবেন। তাই ইস্তেগফার করার সময় উভয় অর্থই দৃষ্টিপটে রাখা উচিত অর্থাৎ সে যেন কোনো পাপ না করে এবং পাপের মন্দ পরিণতিও যেন প্রকাশ না পায়। আল্লাহ্ যেন তাকে ক্ষমা করেন এবং ভবিষ্যতে সেকখনো যেন পাপ না করে। এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রেখে ইস্তেগফার পড়া উচিত। প্রথমত আল্লাহ্ তা'লা সমীপে অতীত পাপগুলোকে ঢেকে রাখার নিবদেন করা এবং অন্যটি হলো ভবিষ্যতের পাপ থেকে রক্ষা লাভের জন্য আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। কিন্তু ইস্তেগফার শুধু মৌখিক যপ করার মাধ্যমেই পূর্ণতা পায় না বরং আন্তরিকভাবে নামাযেও দোয়া করো– এটি আবশ্যক।"

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড–২৩, পৃ: ১৮৯–১৯০)

এখন শুধু মুখে মুখে ইস্তেগফার করা বা আস্তাগফিরুল্লাহ্ রাব্বি লিখে দেয়া আর একথা বলা যে, ভবিষ্যতে আর কোনো ভুল হবে না– এতে কোনো লাভ হয় না যতক্ষণ এটি প্রমাণ করার চেষ্টা না হবে যে, মানুষ যেসব ভুল করেছে সেগুলোর সে পুনরাবৃত্তি করবে না।

একটি অনুষ্ঠানে ইস্তেগফারের অর্থ বোঝাতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, ইস্তেগফারের অর্থ হলো, প্রকাশ্যে যেন কোনো পাপ সংঘটিত না হয় এবং পাপ করার শক্তিও প্রকাশ না পায়। নবীদের ইস্তেগফার করার গুঢ়তত্ত্ব হলো, তারা তো নিষ্পাপ হয়ে থাকেন কিন্তু তাদের ইস্তেগফার করার কারণ হলো, ভবিষ্যতে যেন (পাপ করার মত) সেই শক্তির বহিঃপ্রকাশ না ঘটে। তবে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ইস্তেগফারের অন্য অর্থও নিতে হবে, অর্থাৎ যেসব অন্যায় ও পাপ সংঘটি হয়ে গেছে সেগুলোর অশুভ পরিণতি থেকে খোদা তা'লা যেন রক্ষা করেন এবং সে–সব পাপ যেন ক্ষমা করে দেন আর এর পাশাপাশি ভবিষ্যতে বিভিন্ন পাপ থেকে যেন সুরক্ষিত রাখেন। তিনি (আ.) বলেন, যাহোক, মানব জাতির জন্য সদা সর্বদা ইস্তেগফারে রত থাকা আবশ্যক। তিনি (আ.) বলেন, বিভিন্ন বিপদাবলী দুর্ভিক্ষের রূপে অথবা অন্য কোনো রূপে যে আপতিত হয়, এর অর্থ হলো, মানুষ যেন ইস্তেগফারে রত থাকে।

[হুযূর (আই.) বলেন,] বর্তমানে পৃথিবীতে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে, এমন পরিস্থিতিতে আমাদের আহমদীদেরও নিজেদের সুরক্ষার জন্য আর মানব জাতির সুরক্ষার জন্য অনেক বেশি ইস্তেগফার করা উচিত।

তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু ইস্তেগফারের অর্থ এটি নয় যে, আস্তাগফেরুল্লাহ আস্তাগফেরুল্লাহ বলতে থাকবে। আসলে ভিন্ন ভাষার শব্দ হওয়াতে মানুষের কাছে এর প্রকৃত অর্থ অধরা রয়ে গেছে। আরবের লোকেরা তো এসব বিষয় খুব ভালোভাবে বুঝতে পারত কিন্তু আমাদের দেশে এটি ভিন্ন ভাষার শব্দ হওয়াতে এর প্রকৃত মর্মার্থ অনেকাংশে অধরা থেকে যায়। এমন অনেকে আছে যারা বলে থাকে, আমরা তো এতবার ইস্তেগফার করেছি, শতবার তসবিহ বা হাজার বার তসবিহ পড়েছি কিন্তু ইস্তেগফারের অর্থ এবং প্র কৃত মর্মার্থ জিজ্ঞাসা করলে তখন দেখা যাবে কিছুই জানে না এবং হতবাক হয়ে যাবে। মানুষের সত্যিকার অর্থেই নিজের মনে মনে ক্ষমা চাইতে থাকা উচিত। অর্থাৎ যেসব পাপ ও অপরাধ আমার দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে তার শাস্তি যেন ভোগ করতে না হয় এবং ভবিষ্যতে নিজের হৃদয়ে সর্বদা যেন আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে সাহায্য চাইতে থাকে যাতে তিনি ভবিষ্যতেও পুণ্যকর্ম করার তৌফিক প্রদান করেন এবং পাপ থেকে সর্বদা রক্ষা করেন। তিনি (আ.) বলেন, ভালোভাবে স্মরণ রাখ! কেবল শব্দমালা দিয়ে কোনো লাভ হবে না। নিজের ভাষাতেও ইস্তেগফার হতে পারে (আর তা এভাবে যে,) যাতে খোদা তা'লা পূর্বের পাপসমূহ ক্ষমা করেন এবং ভবিষ্যতের পাপসমূহ থেকে রক্ষা করেন আর সৎকর্ম সম্পাদনের সৌভাগ্য দান করেন– এটিই হলো প্র কৃ ত ইস্তেগফার। অহেতুক আস্তাগফেরুল্লাহ আস্তাগফেরুল্লাহ বলে বেড়াবে আর হৃদয় তা অনুধাবনই করবে না– এর কোনো আবশ্যকতা নেই। স্মরণ রেখো! আল্লাহ তা'লার কাছে সে কথাই পৌঁছে যা হৃদয় থেকে নির্গত হয়। নিজ ভাষাতেই আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করা উচিত। এতে হৃদয়ের ওপরও প্রভাব পড়ে। মুখ তো কেবল হৃদয়ের সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। হৃদয়ে যদি আবেগ ও উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয় আর মুখও তাতে সঙ্গ দেয় তাহলে তা সোনায় সোহাগা। হৃদয়ের সম্পৃক্ততা ছাড়া শুধু মৌখিক দোয়া অযথা ও নিরর্থক। হ্যাঁ, হৃদয়ের দোয়াই প্রকৃত দোয়া হয়ে থাকে। মানুষ যখন বিপদাবলীতে নিপতিত হওয়ার পূর্বেই নিজের মনে মনে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়া করতে থাকে, ইস্তেগফার করতে থাকে তখন খোদা যেহেতু পরম দয়ালু ও করুণাময় তাই সেই বিপদ দূর যায় কিন্তু বিপদ আপতিত হয়ে গেলে তা আর দূর না।

বিপদাবলী আপতিত হওয়ার পূর্বেই দোয়া করা উচিত এবং অনেক বেশি ইস্তেগফার করা উচিত আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লা বিপদাবলীর সময় সুরক্ষিত রাখেন। আমাদের জামা'তের সদস্যদের উচিত তারা যেন কোনো ব্যতিক্রমী বিষয় প্রদর্শন করে। কোনো ব্যক্তি যদি বয়আত করে এবং কোনো ব্যতিক্রমী বিষয় প্রদর্শন না করে, নিজ স্ত্রীর সাথে একই ব্যবহার করে যা পূর্বে করত, নিজের পরিবার এবং সন্তানসন্ততির সাথে পূর্বের মতোই আচরণ করে তাহলে এটি কোনো ভালো কথা নয়। বায়আত করার পরও যদি সেই একই রকম অসদাচরণ ও দুর্ব্যবহার করে এবং সেই একই অবস্থা থাকে যা পূর্বে ছিল তাহলে বয়আত করে কী লাভ? অথচ তার উচিত ছিল বয়আত করার পর অন্যদের এবং নিজের আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরকে এমন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাতে তারা বলে, এখন সে আর আগের মত নেই। অতএব প্রকৃত ইস্তেগফারের ফলাফল এটিই হওয়া উচিত।

ভালোভাবে স্মরণ রেখো! স্বচ্ছ হৃদয়ে আমল করলে অন্যদের ওপরও তোমাদের প্রভাব পড়বে। মহানবী (সা.)–এর প্রভাব কত ব্যাপক ছিল যে, একবার কাফেরদের মাঝে এ সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, মহানবী (সা.) বদ দোয়া করবেন, তাই সব কাফের এক সাথে এসে নিবেদন করে, হুযূর! বদ দোয়া করবেন না। সত্যবাদী মানুষের অবশ্যই প্রভাব থাকে। তাই পরিপূর্ণ স্বচ্ছ হৃদয়ে এবং শুধু খোদা তা'লার উদ্দেশ্যে আমল করতে হবে তখন অবশ্যই অন্যদের ওপর তোমাদের প্রভাব পড়বে।

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড,পৃ: ৩৭২–৩৭৪)

এরপর এক স্থলে তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লাকে ভয় করা এবং মুত্তাকী হওয়া বিরাট ব্যাপার। খোদা তা'লা এর মাধ্যমে হাজার হাজার বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন। খোদা তা'লার সুরক্ষা চাদর কারো ওপর জড়ানো না থাকলে কেউ একথা বলতে পারে না যে, আমার কোনো বিপদ হবে না। কারো নিশ্চিন্ত বা নির্ভয় হওয়া উচিত নয়। বিপদ তো হঠাৎ–ই এসে থাকে। আজ রাতে কী হবে তা কার জানা আছে? তিনি (আ.) আরো লেখেন, একদা মহানবী (সা.) দাঁড়ালেন। প্রথমে অনেক কান্নাকাটি করলেন এরপর লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে খোদার বান্দারা! খোদার ভয় করো। হে খোদার বান্দারা! খোদাকে ভয় করো। বিপদাপদ পিপড়ার ন্যায় মানুষের সাথে লেগে থাকে। সত্যিকার অর্থে তওবা ও ইস্তেগফারে রত থাকা বৈ এগুলো থেকে রক্ষা লাভের কোনো পথ নেই।

এরপর তিনি (আ.) আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ইস্তেগফার অর্থ খোদা তা'লার কাছে নিজ বিগত পাপ ও গুনাহ্র শাস্তি থেকে ক্ষমা চাওয়া এবং ভবিষ্যতে কোনো প্রকার পাপে নিমজ্জিত হওয়া থেকে সুরক্ষা যাচনা করা। নবী–রসূলরাও ইস্তেগফার করতেন এবং সাধারন জনগনও। অনেক অবোধ পাদ্রী মহানবী (সা.)–এর ইস্তেগফার করা নিয়ে আপত্তি করেছে। তারা বলে, মহানবী (সা.) ইস্তেগফার করতেন যদ্বারা বুঝা যায় তিনি পাপী ছিলেন, নাউযুবিল্লাহ্। তারা লিখেছে, তাঁর (সা.) ইস্তেগফার করা দ্বারা নাউযুবিল্লাহ্ তাঁর (সা.) পাপী হওয়া সাব্যস্ত হয়। এই অবোধেরা জানে না যে, ইস্তেগফার করা এক মহৎ গুণ। মানুষ বৈশিষ্ট্যগতভাবে সৃষ্টি যে, দুর্বলতা তার স্বভাবগত বিষয়। নবী–রসূলরা এই বৈশিষ্ট্যগত দুর্বলতা এবং মানবীয় ত্রুটি–বিচ্যুতির বিষয়ে ভালোভাবে অবগত থাকেন। তাই তারা দোয়া করেন যে, হে প্রভু! তুমি আমাদেরকে এমনভাবে সুরক্ষা করো যেন আমাদের মানবীয় দুর্বলতা প্রকাশ–ই না পায়। গাফার শব্দের অর্থ ঢেকে রাখা। প্রকৃত বিষয় হলো, আল্লাহ্র যে শক্তি আছে তা না কোনো নবীর আছে আর না ওলীর আর না–ই আছে কোনো রসূলের। কেউ এই দাবী করতে পারে না যে, আমি পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম। তাই নবী–রসূলরাও নিজেদের সুরক্ষার জন্য খোদা তা'লার মুখাপেক্ষী। তাই বান্দাত্বের বহিঃপ্রকাশার্থে মহানবী (সা.)ও অন্যান্য নবী–রসূলদের ন্যায় নিজের জন্য খোদা তা'লার কাছে সুরক্ষা যাচনা করতেন।

এটি ঐসকল লোকের ভুল ধারণা যে, হযরত ঈসা (আ.) ইস্তেগফার করতেন না। তিনি (আ.) বলেন, হযরত ঈসা (আ.) ইস্তেগফার করতেন না– এমন ধারণা ভুল। এটি তাদের বোকামি এবং নির্বুদ্ধিতা আর হযরত ঈসা (আ.)–এর বিরুদ্ধে তারা মূলত অপবাদ আরোপ করছে। ইঞ্জিলে অভিনিবেশ করলে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, তিনি (অর্থাৎ হযরত ঈসা) বিভিন্ন সময় নিজ দুর্বলতা স্বীকার করেছেন এবং ইস্তেগফারও করেছেন। আচ্ছা বলো তো দেখি, এলী এলী লামা সাবাকতানী– দ্বারা কী বুঝায়? হে আমার পিতা, হে আমার পিতা বলে কেন চিৎকার করেন নি। ইব্রানী ভাষায় খোদাকে 'এল' বলে। এর অর্থ এটিই যে, দয়া করো, কৃপা করো আর আমাকে এমন অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করো না। অর্থাৎ আমাকে রক্ষা করো। তিনি

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

(আ.) বলেন, ভারতবর্ষে ভাষাগত পার্থক্যের কারণে ইস্তেগফারের প্রকৃত উদ্দেশ্য মানুষ ভুলে গেছে এবং এই দোয়াগুলোকে মন্ত্র মনে করে, তাই হোক নামায আর ইস্তেগফার আর তওবা। যদি কাউকে উপদেশ দিয়ে বলো যে, ইস্তেগফার করো তখন সে উত্তরে বলে আমি তো একশ বার বাদুইশ বার ইস্তেগফারের তসবীহ পড়ি। কিন্তু তাকে যদি এর অর্থ জিজ্ঞেস করো তবে তা বলতে পারবে না।

ইস্তেগফার একটি আরবী শব্দ এবং এর অর্থ হলো, ক্ষমা প্রার্থণা করা অর্থাৎ হে প্রভু! আমার দ্বারা পূর্বে যেসব পাপ সংগঠিত হয়েছে সেগুলোর মন্দ পরিণাম থেকে আমাকে রক্ষা করো কেননা পাপ একপ্রকার বিষ এবং এর প্রভাব আবশ্যম্ভাবী আর ভবিষ্যতে আমাকে এমনভাবে সুরক্ষা করো যেন আমার দ্বারা আর কোনো পাপ সংঘটিত না হয়।

কেবল মুখে বারবার পুনরাবৃত্তি করলেই উদ্দেশ্য সাধন হয় না। তিনি (আ.) বলেন,তওবার অর্থ হলো, অনুশোচনা করে এবং লজ্জিত হয়ে অপকর্ম থেকে প্রত্যাবর্তন করা। তওবা কোনো মন্দ কাজ নয় বরং তওবাকারী ব্যক্তি আল্লাহর অনেক প্রিয় হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'লার নাম হলো তাওয়াব। এর অর্থ হলো, মানুষ যখন নিজ পাপএবং অপকর্ম থেকে অনুশোচনা করে, লজ্জিত হয় এবং ভবিষ্যতে সেই অপকর্ম থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকার করে তখন আল্লাহ তা'লাও তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি দেন। আল্লাহ তা'লা মানুষের তওবা থেকে অধিক তওবা (গ্রহণ) করেন। অতএব, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- যদি কেউ আল্লাহর দিকে বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয় তাহলে আল্লাহ তার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হন। যদি সে হেঁটে আসে তাহলে আল্লাহ দৌড়ে আসেন। অর্থাৎ যদি মানুষ আল্লাহর দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করে তাহলে আল্লাহ তা'লাও অনুগ্রহ, কৃপা এবং ক্ষমার সাথে তার প্রতি কৃপা করেন। কিন্তু সে যদি আল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে খোদা তা'লার তাতে কী যায়-আসে?"

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৬-৩৩৯)

ইস্তেগফারের তত্ত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,স্মরণ রাখা উচিত, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'লার দুটি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আল-হাইউন এবং আল-কাইয়্যুম। আল-হাইউন শব্দের অর্থ হলো, আল্লাহ তা'লা স্বয়ং জীবন্ত এবং অন্যদের জীবনদানকারী। আল কাইয়্যুম শব্দের অর্থ হলো, স্বয়ং দৃঢ়ভাবে পতিষ্ঠিত এবং অন্যদের প্রতিষ্ঠার মূল কারণ। সকল জিনিসের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দৃঢ়তা এবং জীবন এই দুই গুণের কল্যাণে লাভ হয়। অতএব, হাইউন শব্দ দাবি রাখে তার যেন ইবাদত করা হয়। যেমন এর উত্তম উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছেসুরা ফাতিহার 'ইয়্যাকা না'বুদু'। আর আল কাইয়্যুম শব্দের দাবি হলো তার সাহায্য যেন কামনা করা হয়। যা ইয়্যাকা নাসতাঈন শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। হাইয়্যুন শব্দ ইবাদতের দাবি রাখে কেননা তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং এরপর সৃষ্টি করে ছেড়ে দেন নি। যেমন এমন নির্মাতা যিনি অট্টালিকা বানিয়েছেন তিনি মৃত্যুবরণ করলে অট্টালিকার কোনো ক্ষতি হয় না কিন্তু সর্বাবস্থায় মানুষের জন্য আল্লাহর প্রয়োজন রয়েছে। এজন্য আল্লাহর কাছে শক্তি কামনা করা আবশ্যক এবং এটাই ইস্তেগফার। এটাই ইস্তেগফারের মূল তত্ত্ব। এই অর্থকে ঐ লোকদের জন্য আরো বিস্তৃত করা হয়েছে অর্থাৎ যারা পাপ করে, তাদের পাপের মন্দ প্রতিফল থেকে যেন তাদেরকে রক্ষা করা হয়। পাপ না করলেও আল্লাহর আশ্রয়ে জীবিত থাকার জন্যও ইস্তেগফার আবশ্যক। কিন্তু মূল হলো, মানবিক দুর্বলতা থেকে যেন রক্ষা করা হয়। অতএব, যে-ব্যক্তি মানুষ হয়েও ইস্তেগফারের গুরুত্ব উপলব্ধি করে না সে অভদ্র নাস্তিক।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২১৭)

পুনরায় অন্যত্র ইস্তেগফারের প্রকৃত তত্ত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,গুনাহ এমন এক জীবাণু যা মানুষের রক্তের সাথে মিশে আছে। কিন্তু এর চিকিৎসা কেবল ইস্তেগফারের মাধ্যমেই হতে পারে।

ইস্তেগফার কী? ইস্তেগফার হলো কৃত পাপের মন্দ প্রভাব থেকে আল্লাহ তা'লা যেন নিরাপদ রাখেন। আর যে পাপ এখনো সংগঠিত হয় নি এবং যে পাপ মানুষের অন্তর্নিহিত প্রকৃতিতে মিশে আছে সেগুলো যেন সংগঠিত না হয়। আর নিজ অভ্যন্তরেই যেনপুড়ে ছাই হয়ে যায়।

বর্তমান যুগ অতিশয় সংকটাপন্ন যুগ তাই বেশি বেশি ইস্তেগফার ও তওবায় মগ্ন থাকো। আমরা যে যুগ অতিক্রম করছি তা অত্যন্ত ভয়ের এক যুগ। তওবা ইস্তেগফারে মগ্ন থাকো এবং সদা আত্ম-বিশ্লেষণ করতে থাকো। সকল ধর্ম ও জাতির মানুষ অধিকন্তু আহলে কিতাবরাও মানে যে, দান-সদকার মাধ্যমে বিপদ দূর হয়ে যায়। কিন্তু আযাব আগমনের ঠিক আগ মুহূর্তেকিংবা যখন আযাব শুরু হয়ে যায় তখন কখনো তা দূর হয় না। অতএব, তোমরা এখনই ইস্তেগফার করো এবং তওবায় মগ্ন হয়ে যাও যেন তোমাদের পালা না আসে এবং আল্লাহ্ যেন তোমাদেরকে রক্ষা করেন। "

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৯৯)

অতএব, পৃথিবীর সাম্প্রতিক পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি রেখে আমাদের অনেক ইস্তেগফার করা উচিত যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সকল প্রকার অনিষ্ট ও বিপদাপদ থেকে রক্ষা করুন।

তিনি (আ.) তওবার প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে আরো সুস্পষ্ট করে এক স্থানে এরূপ বলেছেন।তিনি (আ.) বলেন,এটি যেন স্মরণ থাকে যে, তওবা ও ক্ষমাকে অস্বীকার করা প্রকৃতপক্ষে মানবীয় উন্নতিসমূহের দ্বার রুদ্ধ করার নামান্তর। তওবার প্রকৃত মর্মকে অস্বীকারকারী উন্নতির দ্বারসমূহকে রুদ্ধ করে দেয় কেননা এ কথা তো সবার নিকট সুস্পষ্ট ও স্বত:সিদ্ধ যে মানুষ স্বয়ংস্বম্পূর্ণ সত্তা নয়। অর্থাৎ নিজ সত্তায় পরিপূর্ণ নয় বরং পরিপূর্ণ হবার জন্য মুখাপেক্ষী আর যেভাবে সে তার বাহ্যিক রূপে জন্মগ্রহণ করে ধীরে ধীরে নিজ জ্ঞানকে বিস্তৃত করে। পূর্বেই আলেম-ফাজেল হিসেবে জন্মগ্রহণ করে না। অনুরূপভাবে সে যখন জন্মগ্রহণ করে বিবেক-বুদ্ধি লাভ করে তখন তার চারিত্রিক অবস্থা অত্যন্ত নিম্নমানের হয়ে থাকে। সুতরাং যখন কেউ সদ্য জন্মগ্রহণকারী শিশুর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তখন সে সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করে যে অধিকাংশ শিশু এ বিষয়টিকে অনুকরণ করে থাকে যে অল্পস্বল্প ঝগড়াঝাটির মু হূ র্তে অন্য বাচ্চাদের মারধোর করে। বাচ্চাদের মাঝে ঝগড়াঝাটি হয়। আর তাদের মাঝে অধিকাংশের (ভোটের) প্রার্থীদের ন্যায় কথায় কথায় মিথ্যা বলা ও অন্যান্য বাচ্চাদের গালিগালাজ করার স্বভাব হয়ে যায়। কারো মাঝে চুরি, পরচর্চা, হিংসা ও লোভী স্বভাবও সৃষ্টি হয়ে যায়। আর যখন যৌবনের উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় তখন নফসে আম্মারাহ তাদের ওপর ভর করে আর তাদের মাধ্যমে এমন সব কুরুচিপূর্ণ ও বলার অযোগ্য কাজ প্রকাশ্যে আসে যা স্পষ্টত পাপাচারের মাঝে অর্ন্তভুক্ত। মোটকথা হচ্ছে, অধিকাংশ লোকদের জন্য প্রথম স্তর হচ্ছে নোংরা জীবন। সামাজিক পরিবেশ তাকে নোংরা করে দেয়। অত:পর সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা যখন শৈশবের আকস্মিক দুর্যোগ বা বিপদ থেকে বের হয়ে আসে তখন সে তার খোদার প্রতি মনোনিবেশ করে। নেক স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তি যখন দেখে যে দুনিয়াবি এই নোংরামি কিভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে তখন সে খোদার প্রতি মনোনিবেশ করে। আর মনোনিবেশ করার ফলে কী হয়? এটি হয় যে সত্যিকারের তওবা করে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে দূরে সরে যায়। অতঃপর সে তওবা করে এবং নিজ প্রকৃতির পোশাককে পবিত্র করার চিন্তায় মগ্ন হয়ে যায়। এটি মানবিক জীবনের স্বাভাবিক ঘটনাবলী যা মানবজাতিকে অতিক্রম করতে হয়। সুতরাং এ থেকে সুস্পষ্ট, যদি এ কথাটি সত্য হয় যে তওবা গৃহীত হয় না তবে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে খোদার এ অভিপ্রায়ই নেই যে তিনি কাউকে পরিত্রাণ দিবেন।"

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ১৯২-১৯৩)

এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন, একবার কিছু লোক এসেছিলেন ও বয়াত করেছিলেন। সভা জমে উঠেছিল। তিনি তাদের (বয়াতকারীদের) উপদেশ প্রদান করে বলেন,আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় এটি যে, মানুষ (যেন) একনিষ্ঠভাবে তওবা করে ও দোয়া করে, তার মাধ্যমে যেন পাপাচার সংঘটিত না হয়। পরকাল ও ইহকাল কোথাও যেন লাঞ্জিত না হতে হয়। তওবা যেন এরূপ হয় যে, এ পৃথিবীতে ও মৃত্যুর পরও যেন লাঞ্জিত না হতে হয়। তিনি বলেন, যতক্ষণ না মানুষ অনুধাবন করে কথা ব লবে ও তার মাঝে বিনম্রতা না থাকবে ততক্ষণ খোদা পর্যন্ত সে কথা পৌঁছে না।

সুফীরা লিখেছেন, যদি চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে যায় ও খোদার পথে কান্না না আসে তবে হৃদয় কঠিন হয়ে যায়। তাই কঠিন হৃদয়ের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে মানুষ যেন কান্না করে। এটি তার জন্য প্রেরণাস্বরূপ। মানুষের দেখা উচিত যে তিনি কী সৃষ্টি করেছেন এবং তার বয়সের কী অবস্থা! অন্যান্য পূর্বপুরুষদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। পূর্ববর্তী দের অবস্থা যা ছিল অর্থাৎ তাদের অনেক কষ্টকর পরিস্থিতি পার করতে হয়েছে, সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে তবেই মানুষের হৃদয় ভীত ও প্রকম্পিত হয়।

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

যুগ ইমামের বাণী

যাঁর আশিস ও কল্যাণের ধারা সদা প্রবাহমান, তিনিই হলেন জীবিত নবী। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantapur, 24 PGS (S)

যে ব্যক্তি দাবীর সাথে বলে, আমি গুণাহ থেকে মুক্ত সে মিথ্যাবাদী। যেখানে মিষ্টান্ন থাকে সেখানে পিপড়া অবশ্যই আসে। অনুরূপভাবে আত্মার চাহিদা তো সাথে সংযুক্তই রয়েছে তা থেকে পরিত্রাণ কীভাবে হতে পারে? আল্লাহ্ তা'লার আশীষ ও কল্যাণের হাত যদি না থাকে তবে মানুষ গুণাহ থেকে বাঁচতে পারে না। কোন নবী, ওলী বা তাদের জন্য এটি গর্বের বিষয় নয় যে আমাদের মাধ্যমে পাপাচার সংঘটিত হয় না বরং তারা সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণ যাচনা করতেন।আর নবীদের ইস্তেগফারের অর্থ এটিই হয় যে, খোদা তা'লার অনুগ্রহের হাত যেন তাদের ওপর থাকে নতুবা মানুষকে যদি নিজ প্রবৃত্তিতে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে তা সর্বদা নিষ্পাপ এবং সুরক্ষিত থাকতে পারে না। اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ خَطَايَايَ আর ইস্তেগফারের অন্যান্য দোয়াও এ অর্থ প্রকাশ করে। ইবাদতের রহস্য এটিই যে, মানুষ নিজেকে যেন খোদার আশ্রয়তলে নিয়ে আসে। যে-ব্যক্তি খোদার আশ্রয় চায় না সে অহংকারী ও দাম্ভিক। "

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২১)

কোনো এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করে যে, ইবাদতের মাঝে স্বাদ ও আগ্রহ কীভাবে সৃষ্টি হয়?

এখনো লোকেরা অনেক প্রশ্ন করে থাকে। তিনি (আ.) বলেন,পুণ্যকর্ম এবং ইবাদতে স্বাদ ও আগ্রহ নিজের পক্ষ থেকে হতে পারে না। এটি খোদা তা'লার অনুগ্রহ ও বদান্যতার ফলে লাভ হয়। এজন্য আবশ্যক হলো, মানুষ যেন অস্থির না হয় এবং খোদা তা'লার কাছ থেকে তাঁর বদান্যতা ও অনুগ্রহ লাভের দোয়া করতে থাকে। ইবাদতের স্বাদ ও আগ্রহ লাভের বিষয়টিও আল্লাহ্ তা'লার কাছে যাচনা করে এবং এ দোয়া করতে যেন ক্লান্ত না হয়। মানুষ যখন এভাবে বদ্ধপরিকর মানসে সচেষ্ট থাকে তখন অবশেষে খোদা তা'লা স্বীয় অনুগ্রহে সে বিষয়ের অবতারণা করানযার জন্য তার হৃদয়ে জ্বলন ও অস্থিরতা বিরাজ করে। জ্বলন এবং অস্থিরতা হলো ইবাদতের স্বাদ ও আগ্রহ। এছাড়া দৃঢ়বদ্ধ হয়ে সচেষ্ট থাকো। অবশেষে সে অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়। অর্থাৎ ইবাদতের জন্য এক স্বাদ ও আগ্রহ এবং সুমিষ্ট ভাব সৃষ্টি হতে থাকে কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি চেষ্টাপ্রচেষ্টা এবং সাধনা না করে, অধ্যবসায় না করে, কর্মপ্রচেষ্টা না দেখায় আর সে এমনটি ভাবে যে, ফুঁ দিয়ে কেউ করে দিবে। এটি আল্লাহ্ তা'লার রীতি এবং বিধান নয়। এ পদ্ধতিতে যারা খোদা তা'লাকে পরীক্ষা করে তারা তাঁর সাথে ঠাট্টা করে এবং (পরিণতিতে) ব্যর্থ হয়।

ভালোভাবে স্মরণ রাখো! হৃদয়ের নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ্ তা'লারই হাতে। তাঁর অনুগ্রহ না হলে পরের দিন গিয়ে খ্রিষ্টান হয়ে যাবে কিংবা অন্য কোনো অধার্মিকতায় লিপ্ত হবে। এ কারণে সর্বদা তাঁর অনুগ্রহের জন্য দোয়া করতে থাকো এবং তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করো যেন তিনি সরল সুদৃঢ় পথে তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত রাখে। যে ব্যক্তি খোদা তা'লার সামনে অমুখাপেক্ষী সাজে সে শয়তান হয়ে যায়। তার জন্য আবশ্যক হলো, মানুষ যেন ইস্তেগফার করতে থাকে যাতে সে বিষ এবং উত্তেজনা সৃষ্টি না হয় যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়।"

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১৫৪-১৫৫)

অতএব ইবাদতের মান অর্জন করার জন্যও ইস্তেগফার করা অনেক প্রয়োজন। অতঃপর এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে খোদা তা'লার শাস্তি থেকে বাঁচার রহস্য কী সে বিষয়ে তিনি (আ.) বলেন, তওবা ও ইস্তেগফার করা উচিত আর এটিই মূল রহস্য। তওবা ও ইস্তেগফার ছাড়া মানুষ আর কীইবা করতে পারে! সকল নবী এটিই বলেছেন যে, তওবা ও ইস্তেগফার করলে খোদা তা'লা ক্ষমা করে দিবেন। অতএব নামায আদায় করো এবং ভবিষ্যতে পাপসমূহ থেকে বাঁচার জন্য খোদা তা'লার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো। আর অতীতের পাপকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং বার বার ইস্তেগফার করো যাতে মানুষের প্রকৃতিতে যে পাপাশক্তি রয়েছে তা প্রকাশ না হয়। মানুষের প্রকৃতিতে দুই ধরনের শক্তি পাওয়া যায়। একটি হলো পুণ্যার্জন ও পুণ্যকর্ম করার শক্তি এবং অপরটি মন্দকর্ম করার শক্তি আর এমন শক্তিকে দাবিয়ে রাখা আল্লাহ্ তা'লার কাজ। এ শক্তি মানুষের অভ্যন্তরে এমনভাবে থাকে যেভাবে পাথরের মাঝে আগুনের শক্তি থাকে।"

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৭২)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, وَاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ স্মরণ রাখো! এই দুটি জিনিস এ উম্মতকে দান করা হয়েছে। একটি হলো, শক্তি লাভের জন্য ইস্তেগফার করো এবং দ্বিতীয়ত, লব্ধ শক্তিকে বাস্তবিক রূপ দানের জন্য তওবা করার মাধ্যমে তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করো। শক্তি লাভ করাটা হলো ইস্তেগফার যেটিকে অন্যভাবে ইসতিমদাদ (সাহায্য) এবং ইসতিআনাত (সহযোগিতা)-ও বলা হয়ে থাকে। সূফিরা লিখেছেন, (এটি পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছিল) ব্যায়াম করার ফলে অর্থাৎ দুরমুজ ও মুগুর উঠানো এবং ঘুরানোর ফলে যেভাবে দৈহিক শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধি পায় ঠিক সেভাবে আধ্যাত্মিক মুগুর হলো ইস্তেগফার। এর মাধ্যমে আত্মা এক প্রকার শক্তি লাভ করে আর হৃদয়ে দৃঢ়তার সৃষ্টি হয়। যারা এই শক্তি লাভ করার বাসনা রাখে তাদের ইস্তেগফার করা উচিত।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৭-৬৮)

তিনি বলেন, আল্লাহ তা'লার ফজল ও রহমতের দরজা কখনোই বন্ধ হয় না। মানুষ যদি দৃঢ় চিত্তে ন্যায়নিষ্ঠার সাথে ফিরে আসে তাহলে আল্লাহ তা'লা ক্ষমাকারী এবং রহমকারী আর তওবা কবুল করার মালিক। কোন কোন গোনাহগারকে আল্লাহ মাফ করবেন এটা মনে করা আল্লাহ তা'লা সাথে অপরাধ ও নৈতিকতা বহির্ভূত কাজ। তাঁর রহমতের ভাণ্ডার অসীম ও অফুরন্ত। তাঁর কাছে এর কোনোই কমতি নাই আর তাঁর দরজা কখনোই কারো জন্য বন্ধ হয় না। ইংরেজদের চাকরির মতো নয় যে, এত শিক্ষিতদের কোথা থেকে চাকরি দিবে। আল্লাহ তা'লার কাছে যেভাবেই পৌঁছাবে সকলেই উচ্চমর্যাদা পাবে আর এটি পরিপূর্ণ অঙ্গীকার। সেই ব্যক্তি সবচেয়ে বড়ো হতভাগা যে, আল্লাহ তা'লা হতে নিরাশ হয় আর মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসে নিরাশ অবস্থায় আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। নিশ্চয় সে সময় দরজা বন্ধ হয়ে যায়।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯৬-২৯৭)

যখন মৃত্যুর সময় এসে যায় তখন আর তওবা গ্রহণ করা হবে না।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, একথা পরিষ্কার যে, আরবী ব্যাকরণে তওবার অর্থ হচ্ছে প্রত্যাবর্তন করা। এ কারণেই কুরআন করীমে আল্লাহ তা'লার নাম তাওয়াব অর্থাৎ অনেক বেশি কৃপার সাথে দৃষ্টি দানকারী। এর অর্থ হলো যখন মানুষ পাপকে পরিত্যাগ করে আর সত্য অন্তঃকরণে আল্লাহ তা'লার দিকে প্রত্যাবর্তন করে তখন আল্লাহ তা'লাও তার দিকে অগ্রসর হন। আর এটি একান্তই প্রকৃতিগত কথা যে, আল্লাহ তা'লা মানুষের স্বভাবেই এই বিষয়টি রেখেছেন যখন একজন মানুষ সত্য অন্তঃকরণে আরেক মানুষের প্রতি ঝুকে তখন তার হৃদয়ও সেই ব্যক্তির প্রতি কোমল হয়ে যায়। তাহলে একজন বুদ্ধিমান কীভাবে এটা বিশ্বাস করতে পারে, বান্দা যখন সত্য অন্তঃকরণে আল্লাহ তা'লার দিকে ঝুকে যায় তখন আল্লাহ তা'লা তার দিকে রহমতের দৃষ্টি দিবেন না? বরং আল্লাহ তা'লা তিনি যিনি রহীম ও করীম, যার কারণে তিনি অনেক বেশি তাঁর বান্দার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন। আর এ কারণেই কুরআন করীমে আল্লাহ তা'লার নাম যে ভাবে একটু আগে আমি লিখে এসেছি তাওয়াব অর্থাৎ অনেক বেশি রহমতের দৃষ্টি দানকারী। অতএব মানুষের প্রত্যাবর্তন তো অনুশোচনা আর অনুতপ্তর সাথে হয়ে থাকে কিন্তু আল্লাহ তা'লার প্রত্যাবর্তন রহমত ও মাগফেরাতের সাথে হয়ে থাকে। আর যদি রহমত আল্লাহ তা'লার গুণের মধ্যে না হয়ে থাকত তাহলে কেউই আর মুক্তি লাভ করতে পারত না। পরিতাপ! এই সকল লোকেরা আল্লাহ তা'লার বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি দেয় নি আর সকল ফলাফল নিজেদের কর্মের ওপর রেখেছে কিন্তু যিনি কারো কোনো কর্ম ছাড়াই পৃথিবীতে এত এত নিয়ামত দান করেছেন তাঁর কি স্বভাব এমন হতে পারে যে, মানুষ তার দুর্বলতা নিয়ে আল্লাহর দিকে অনুতাপ ও অনুশোচনা নিয়ে ঝুঁকবে আর এই প্রত্যাবর্তনও এমন হবে তারা মারা যাবে আর অপবিত্র পোশাক তার শরীর থেকে খুলে ফেলা হবে আর তার কঠোর পরিশ্রম ভস্মিভূত হয়ে যাবে তারপরও তার দিকে রহমতের দিকে না তাকাবেন? তাহলে কি এর নামই আল্লাহ তা'লার কানুনে কুদরত? না! যারা এমনটা বলবে তার প্রতি আল্লাহ তা'লার অভিসম্পাত।

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ১৩৩-১৩৪)

নিজেদের জীবনের অসামান্য পরিবর্তন সাধন করার দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "সর্বদা মনে রেখো, আল্লাহ তা'লাকে বাদ দিয়ে প্রার্থনা আর চেষ্টা প্রচেষ্টার ওপর ভরসা করা একান্তই আহাম্মকী। নিজের জীবনে এমন ধরনের পরিবর্তন সাধিত করো, যেন নতুন জীবন ক্ষমার জীবন হয়ে যায়। অনেক বেশি তওবা করো, যারা দুনিয়ার ব্যস্ততায় মশগুল তাদের আরো বেশি ভয় পাওয়া উচিত। দুনিয়াবি ব্যস্ততার কারনে যারা বলে আমরা সময় অনেক কম পাই, তাদের আরো বেশি ভয় পাওয়া উচিত। চাকরীজীবি লোকদের থেকে অধিকাংশ ফরয ইবাদত বিনষ্ট হয়। তাই নিরুপায় অবস্থায় যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার নামায জমা করে আদায় করা বৈধ। (একান্ত নিরুপায় অবস্থা হলে জমা করে আদায় কর কিন্তু

মূল বিষয় হলো, সঠিক সময়ে নামায আদায় করা।) তিনি (আ.) বলেন, আমি এটিও জানি, উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে যদি নামায পড়ার অনুমতি প্রার্থনা করা হয় তবে তারা অনুমতি প্রদান করেন। তিনি (আ.) বলেন, নিম্নস্থ কর্মচারীরা যদি অমুসলিম উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছেও নামায আদায়ের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে তবে অনুমতি পেয়ে যায়। নামায পরিত্যাগের এমন বেহুদা ওজর-আপত্তি স্বীয় আত্মার দুর্বলতা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। হুকুকুল্লাহ ও হুকুকুল ইবাদের মাঝে অবিচার ও সীমালঙ্ঘন করবে না। নিজ আবশ্যিক দায়িত্বাবলি একান্ত সততার সাথে সম্পাদন করো।"

(মালফূযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৬৫)

অতএব ইস্তেগফার এবং তওবা তখনই ফলপ্রসূ হবে যখন মৌলিক আদেশাবলী সম্মুখে রেখে সেগুলো সঠিকভাবে পালন করা হবে, নিয়মিত নামায আদায় করা হবে, হুকুকুল্লাহ এবং হুকুকুল ইবাদ সঠিকভাবে আদায় করা হবে।

তিনি (আ.) আরো বলেন, অতএব ওঠো এবং তওবা করো! পুণ্যকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে নিজ প্রভুকে সন্তুষ্ট করো। স্মরণ রেখ! বিশ্বাসগত ভুলের শাস্তি মৃত্যুর পর লাভ হবে। হিন্দু, খ্রিষ্টান বা মুসলমান হওয়ার বিষয়ের নিষ্পত্তি কিয়ামতের দিন হবে। কিন্তু যে-ব্যক্তি অবিচার, সীমালঙ্ঘন, অন্যায় ও পাপাচারে সীমাতিক্রম করে তাকে এখানেই শাস্তি প্রদান করা হয়। তখন সে খোদার শাস্তি থেকে কোন ভাবেই পালিয়ে বাঁচতে পারে না। সুতরাং স্বীয় খোদাকে শীঘ্র সন্তুষ্ট করো। তিনি অত্যন্ত দয়ালু। এক মুহূর্তের বিগলিত চিত্তের তওবার মাধ্যমে সত্তর বছরের গুনাহ ক্ষমা করতে পারেন। এ কথা বলো না- তওবা গৃহীত হয় না। স্মরণ রেখ! তোমরা তোমাদের কর্মের মাধ্যমে কখনো রক্ষা পাবে না। সর্বদা দয়া রক্ষা করে, আমল নয়। তাই আল্লাহ তা'লার সমীপে অবনত হও, তাঁর দয়া যাচনা অব্যাহত রাখো, ইস্তেগফার করতে থাকো। তারপর তিনি (আ.) বলেন, হে দয়ালু ও কৃপালু খোদা! আমাদের সবার প্রতি অনুগ্রহ কর কেননা আমরা তোমার বান্দা এবং তোমার দরবারে অবনত হয়েছি, আমীন।"

(লেকচার লাহোর,রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ১৭৪)

আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দোয়ার অংশীদার করুন এবং আমরা যেন তওবার প্রকৃত মর্ম বুঝে, ইস্তেগফারের তাৎপর্য বুঝে ইস্তেগফার ও তওবাকারী হতে পারি।

এখন আমি কয়েকজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করব এবং পরে তাদের জানাযা পড়াবো। প্রথম স্মৃতিচারণ মোকাররম আনেসা বেগম সাহেবার, যিনি হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব (রা.)-এর কন্যা ছিলেন। ৯৩ (তিরানব্বই) বছর বয়সে বিগত দিনে তার ইন্তেকাল হয়েছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহির রাজিউন। আল্লাহ তালার কৃপায় মূসীয়া ছিলেন। কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব তার দাদা ছিলেন। তার মাতা হযরত সালেহা বেগম সাহেবা পীর মনযুর মুহাম্মদ সাহেবের কন্যা ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি কাদিয়ানে অর্জন করেন। আল্লাহ তা'লা তাকে দুজন ছেলে এবং একজন কন্যা দান করেছেন। মরহুম কাযী শওকত সাহেবের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল।

রাবওয়া থেকে মীর মাহমুদ আহমদ সাহেব নাসের তার বোন সম্পর্কে লিখেন, আমাদের বোন নিতান্তই সাদাসিধা, নির্ভেজাল, সহজ-সরল, বিয়ের পূর্বে সমস্ত খান্দানের সেবা প্রদানকারী ছিলেন। তিনি বলেন, রাবওয়ার প্রাথমিক দিনগুলোতে যখন সেখানে বিদ্যুৎ ছিল না, প্রচণ্ড গরম পড়তো, কাঁচা ঘরে বাস করতেন। তিনি বলেন, আমরা গরম থেকে বাঁচার জন্য একটি কক্ষে একত্রিত হতাম। সেখানে একটি বড় ঝালরওয়ালা পাখা ছাদের সাথে ঝুলানো ছিল আর এটিকে রশি দিয়ে দোলাতে হতো। কারো কিছু বলার পূর্বেই আমাদের প্রশান্তির জন্য বাইরে বসে (পাখাটি) রশি দিয়ে দোলাতেন যেন আমরা আরাম করে ঘুমাতে পারি। তার মাঝে সকলের সেবা করার নিখাদ স্পৃহা ছিল।

তার সন্তানরা লিখেছেন, আমাদের মা অত্যন্ত নিষ্ঠাবান আহমদী মুসলমান ছিলেন। যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনকারীনী স্ত্রী ছিলেন। সাদাসিধে স্বভাববিশিষ্ট এবং স্নেহশীল ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং তাঁর খলীফা ও সাহাবীদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যবহুল ঘটনাবলী খুব সহজভাবে বর্ণনা করতেন। জামা'তের ইতিহাস; হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং তাঁর খলীফাও সাহাবীদের ঘটনাবলী অত্যন্ত সহজভাবে বর্ণনা করতেন। সন্তানদের এবং অন্যান্য লোকদেরও প্রায়শই এ বিষয়ের উপদেশ প্রদান করতেন যে, ঈমানের ওপর অবিচল থাক এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ জীবনযাপন কর। কতিপয় জামা'তী কাজে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে গণ্য হতেন। মানুষের প্রতি তার দয়া করা ছিল তার সবচেয়ে বড় গুণ। তবলীগের প্রতিও গভীর আগ্রহ ছিল, এমনকি তিনি এয়ারপোর্টের টার্মিনালে এয়ারলাইন্সের পাইলটসহ সবাইকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। তার চরিত্রে সৌন্দর্য এবং সরলতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার বন্ধু তাও উন্নত মানের ছিল।তার ভাতিজী আমাতুল কাফি সাহেবা বলেন, পিতা-মাতার তরবিয়তের ফলে যে মৌলিক শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন তা এতটা শক্তিশালী ছিল যে, কখনো এথেকে দূরে সরে আসতে দেখা যায় নি। ধর্মীয় সেবার অনুপ্রেরণা এত বেশি ছিল যে, নিউইয়র্কের মত শহরে নিয়মিত মসজিদে গিয়ে মসজিদ পরিষ্কার করতেন। মানুষ এটি বলে থাকে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত শক্তি ছিল কোন কিছু ক্রয়ের সময় স্বীয় বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী তবলীগ করতেন। দরিদ্র ও অসহায়দের প্রতি হৃদয়ে সহানুভূতি ও ভালবাসা গভীরভাবে আন্দোলিত হত। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানদেরও তার পুণ্য অব্যাহত রাখার তৌফিক দিন এবং তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন, তার মর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয় জানাযা সিয়ালকোটের মুকাররমা বুশরা আকরাম সাহেবার। তিনিও কিছুদিন পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ১৯৫৫ সালে সিয়ালকোট জেলার বাটালে জন্ম নিয়েছেন। মরহুমা পুণ্যবতী, মুত্তাকী এবং রোযা-নামাযে অভ্যস্ত একজন নিষ্ঠাবান মহিলা ছিলেন। (তার মাঝে) অতিথিপরায়ণতা, দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিশীলতা এবং খিলাফতের প্রতি ভালোবাসার অনন্য বৈশিষ্ট্য পাওয়া যেত। ওয়াকফে জীন্দেগীদের অনেক শ্রদ্ধা করতেন। উত্তরাধিকারীদের মাঝে স্বামী ছাড়াও তিন কন্যা এবং এক পুত্র রেখে গেছেন। তার পুত্র শাহরিয়ার বাবর শাহজাদ সহেব মুরব্বি সিলসিলাহ যিনি সিয়েরা লিওনে সেবা করারতৌফিক পাচ্ছেন এবং সেখানে কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে মায়ের জানাযায় অংশ নিতে পারেন নি।

বাবর শাহযাদ সাহেব, মুরব্বি সাহেব লিখেছেন, আমার জামেয়াতে ভর্তি হওয়াতে তিনি অনেক খুশি হয়েছিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি যদি ওয়াকফ করে দাও তাহলে তুমি একমাত্র পুত্র। তোমার পিতা-মাতার অভিভাবক কে হবে? তিনি বলেন, আমি যা জবাব দেয়ার ছিল তা তো দিয়েছি, কিন্তু আমার মা এটি শুনে বলেছিলেন, যদি আমার সাতজন পুত্র হত তাহলে আমি সবাইকে ওয়াকফ করে দিতাম। তিনি বলেন, শেষ দিনগুলোতে যখন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তখন ফোন করে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আপনার শরীর এখন কেমন? খুব কষ্ট করছিলেন তা সত্ত্বেও তিনি এটিই বলেন যে, আমি ভালো আছি এবং ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী সব ধরনের খাবার খাচ্ছি। কিন্তু সাথে সাথে এটিও বলেন যে, আমার কিছু হয়ে গেলে দুশ্চিন্তা করো না এবং তুমি যেখানে আছ (আফ্রিকাতে) সেখানেই থেকো। সন্তানদের পেরেশানী করো না। তুমি ওয়াকফে জীন্দেগী তাই ধৈর্য্য-ধারণ করবে আর এটিই তার সর্বশেষ কথা ছিল। দরিদ্র, অসহায় এবং বিধবাদের খেয়াল রাখতেন এবং তাদেরকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতেন। যখনই গম বা ধান কাটা হত তখন তিনি সেটিকে কয়েক অংশে ভাগ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং তার সন্তানদেরও ধৈর্য্য ধারণের তৌফিক দিন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ অস্ট্রেলিয়ার চৌধুরী মুহাম্মদ আখতার সাহেবের স্ত্রী মুসাররত জাহান সাহেবার যিনি কিছুদিন পূর্বে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার দাদা হযরত বাবু মুহাম্মদ আফজাল অজৌলভি সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তার অধীনে তিনি তরবিয়ত লাভ করেছেন। তার মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছিল। গত ১৬বছর যাবৎ এভাবে শয্যাশায়ী ছিলেন। তার সন্তানেরা, বিশেষ করে এক পুত্র যাহেদ ও পুত্রবধু তার বিশেষ সেবা-শুশ্রুষা করেন। পুত্রবধু বলেন, তিনি সুস্থ থাকা অবস্থায় সর্বদা যেভাবে আমার সাথে সুসম্পর্ক রেখেছেন তা শাশুড়িসুলভ ছিল না, বরং মেয়ের ন্যায় আচরণ করেছেন। নিয়মিত নামায, রোযায় অভ্যস্ত এবং তাহাজ্জুদগুযার ছিলেন। ইবাদতের প্রতি বিশেষ যত্ন বান ছিলেন। নিজের ঘরেও ইবাদতের জন্য পৃথক স্থান নির্ধারন করে রেখেছিলেন। মসজিদে মুবারকে যখন দরস হত তখন দারুল উলুম থেকে পায়ে হেটে দরস শুনতে যেতেন, এমনকি শেষ দশকে তারাবীর নামায পড়ার জন্যও যেতেন। খিলাফতের সাথে অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। তার স্বামী রেলওয়েতে ষ্টেশন মাস্টার ছিলেন। যেখানেই তার বদলি হত সেখানেই নিজের বাড়িতে শিশুদের কুরআন পড়ানোর ক্লাস শুরু করতেন। রাবওয়াতে যখন বসবাস শুরু করেন তখন সেখানেও কুরআন করীমের ক্লাসের ব্যবস্থা করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী ছাড়াও তিন পুত্র এবং তিন কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। তার ছোট পুত্র হাফেয রাশেদ জাভেদ সাহেব ওয়াকফে জিন্দেগী, রাবওয়াতে নাযেম দারুল ক্বাযা হিসেবে কর্মরত আছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং তার পুণ্যসমূহ তার সন্তানদের মাঝে অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন।

চতুর্থ স্মৃতিচারণ আমেরিকা নিবাসী মুকার্‌রম নাসের আহমদ কুরাইশি সাহেবের। তিনিও কিছুদিন পূর্বে ৮৮বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি আমাতুল বারী নাসের সাহেবার স্বামী ছিলেন যিনি দীর্ঘদিন লাজনা ইমাইল্লাহ্ করাচীর সেক্রেটারি ইশায়াত

ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ছাড়াও দুই পুত্র এবং তিন কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। তার এক (মেয়ের ঘরের) নাতি ওয়াকাস খুরশিদ মুরুব্বী সিলসিলাহ্ এবং আরেক (ছেলের ঘরের) নাতি কানাডা জামেয়াতে অধ্যয়নরত আছে। তার পিতার নাম মুকার্‌রম মুহাম্মদ শামসুদ্দিন ভাগালপুরি সাহেব এবং তার পরিবারে ১৯১৩সালে আহমদীয়াত আসে যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর স্ত্রী সৈয়দা সারা বেগম সাহেবার পিতা মৌলভী আব্দুল মাজেদ সাহেব সেই অঞ্চলে একটি জলসা করেন এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার দলিল উপস্থাপন করেন। তার পিতা খুবই প্রভাবিত হন, স্টেজে গিয়ে সাক্ষাত করেন। বইপুস্তক দেয়া হয়, যেগুলো পাঠ করে আহমদীয়াতের জন্য উদ্দিপনা সৃষ্টি হয়। তিনি দোয়া করেন। আল্লাহ্ তা'লা স্বপ্নে তাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র চেহারা এবং সুসংবাদ সম্বলিত স্বপ্ন দেখান। অতঃপর তিনি খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.)-এর কাছে বয়াতের চিঠি লিখেন। তার কাছে বয়আত নেন। এভাবে ভাগালপুরের প্রথমদিকের আহমদীরের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হোন। প্রবল বিরোধিতার কারণে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে হিজরত করে কাদিয়ান চলে আসেন এবং সেখানে নিষ্ঠা ও ভালোবাসায় উন্নতি করতে থাকেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর গাড়িচালক হিসেবেও সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

নাসের কুরাইশি সাহেব কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। দেশবিভাগের পর করাচীতে বসবাস শুরু করেন। সেখানেই পড়াশোনা করেন। প্রতিকূল পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও খুবই পরিশ্রম ও মনোযোগের সাথে পড়াশোনা করতে থাকেন। বি ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং করেন। এরপরটেলিফোন বিভাগে চাকুরী করা শুরু করেন এবং জেনারেল ম্যানেজার পদ পর্যন্ত পদোন্নতি লাভ করেন। চাকুরী থেকে যখন অবসর নেন তখন খুবই পরিশ্রমী এবং ঈমানদার অফিসার হিসাবে সুনামের সাথে অবসর লাভ করেন। আহমদীয়া জামা'ত করাচীর নাযেমাবাদ হালকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং অন্যান্য স্থানেও যেখানেই ছিলেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবা করার তৌফিক লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন।

তার স্ত্রী আমাতুল বারী সাহেবা লিখেন, সর্বদা আমি তাকে নামায-রোযা পালনে অভ্যস্ত দেখেছি। তার মন মসজিদে পড়ে থাকত। দায়িত্ববান স্বামী, সন্তানদের তা'লীম-তরবিয়তের প্রতি যত্নবান পেয়েছি। তিনি অসহায়দের সাহায্য করার সৌভাগ্য লাভ করতেন। খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন। সহজ-সরল, স্পষ্টভাষী ও সঠিক কথা বলতেন। খোদা তা'লার ফযলে মূসী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানদেরও তার পূণ্য অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

(১ম পাতার পর.....) **********

অত্যাচারে হাত থেকে রক্ষা পেতে এই সব গুহার মধ্যে আশ্রয় নিত। (পৃ: ৬৩) এর কয়েক পৃষ্ঠা পরে তিনি পুনরায় লেখেন-'নিশ্চয় তারা সেই সব গর্ত এবং ভূ-গর্ভস্থ গুহার মধ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। ' এখানে লেখক 'কেভ' শব্দ ব্যবহা করেছেন যা আরবী কাহাফ শব্দেরই অপভ্রংশ। বস্তত, এইরূপে ইংরেজ লেখক সেই একই শব্দ ব্যবহার করেছেন যা কুরআন করীমে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এটা করা তাঁর জন্য আবশ্যক ছিল তা রোমান ইতিহাসবিদ ট্যাকিটাস এর সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত। তিনি বলেন, নীরু মানুষদের প্রীত করার জন্য খৃষ্টানদের জ্যন্ত পুড়িয়ে মারা, কুকুর দিয়ে ছিঁড়ে খাওয়ানো এবং ক্রুশে দেওয়ার মত পন্থা অবলম্বন করেছিল। আর এই উদ্দেশ্যে সে নিজের রাজকীয় উদ্যানটি উৎসর্গিত করে রেখেছিল। যে জাতির উপর এমন খোলাখুলি অত্যাচার হবে, স্বভাবতই তারা এদিক সেদিক পালিয়ে বাঁচার এবং আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করবে।

খৃষ্টানরা যখন সেই সব স্থানে আশ্রয় নিতে শুরু করল, তখন তারা আরও বেশি নিরাপত্তা লাভের জন্য ভিতরেই আরও কক্ষ তৈরী করতে শুরু করল। অনুরূপভাবে যারা শহীদ হয়েছিল তাদের মরদেহের অসম্মান হওয়া থেকে এড়াতেও তারা সেগুলো ভূ-গর্ভস্থ সেই সব গুহার মধ্যে কবর দিত। যেহেতু এই ধারা তিনশ বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, তাই এইসব গুহা এত বেশি পরিমাণে তৈরী হয়েছিল যে, অনেকের অনুমান মতে সেগুলির দৈর্ঘ্য পনোরো মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

যেহেতু অত্যাচার সমানে চলে না, মধ্যবর্তী সময়ে কিছু বাদশাহ কিছুটা সদয় হত আর খৃষ্টানরা পুনরায় শহরে চলে আসত। আবার যখন অত্যাচারের যুগ শুরু হত তারা পুনরায় সেই সব গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিত। অনুমান করা চলে, অনেক সময় তাদেরকে মাসের পর মাস এমনকি কয়েক বছর পর্যন্ত থাকতে হত। কেননা, এর ভিতরে স্কুল এবং গীর্জার কক্ষও পাওয়া গেছে।

এই গুহা গুলি তিনতলা বিশিষ্ট ছিল।১৯২৪ সালে ইংল্যাণ্ড যাওয়ার সময় রোমে আমি নিজের চোখে সেসব দেখেছি। প্রথম তলের কক্ষগুলিকে মানুষ অনায়াসে দেখতে পারে। দ্বিতীয় তলে দম বন্ধ হয়ে আসে। তৃতীয় তলে অন্ধকার ও স্যাঁতসেঁতে। (তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪২৪)

দিয়ে জিজ্ঞেস করেছি, 'বলুন তো আপনাদের তওরাত কিতাবে কি কখনো কোন জায়গায় ত্রিত্ববাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল?' এ কথার উত্তরে তারা লিখেছেন, তওরাত কিতাবে ত্রিত্ববাদের নাম গন্ধ নেই। খোদা তাআলা সম্বন্ধে কুরআন ও তওরাতের শিক্ষা অভিন্ন। অতএব যে ত্রিত্ববাদ কুরআনেও নেই, তওরাতেও নেই, এতে যে জাতির দৃঢ়বিশ্বাস, তাদের জন্য কত পরিতাপ! আসলে ইঞ্জীলে (বাইবেলেও) যে ত্রিত্ববাদ নেই এটাও সম্পূর্ণ সত্য। ইঞ্জীলে যেসব জায়গায় খোদা তাআলার উল্লেখ আছে, সেসব জায়গায় ত্রিত্ববাদের কোন ইঙ্গিতই নেই। শুধু এক-অদ্বিতীয় অংশবিহীন 'ওয়াহেদ লা শরীক' খোদারই উল্লেখ পাওয়া যায়। ইঞ্জীলে (বাইবেলে) যে ত্রিত্ববাদ নেই বড় বড় বিরুদ্ধবাদী পাদরীগণ তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।"

(লেকচার লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৭৩)

একথা কোনও ভাবেই সঠিক সাব্যস্ত হতে পারে না যে, বর্তমান যুগের পাদ্রীরা ছাড়াও অন্য কোন দাজ্জাল আছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) পাদ্রীদেরকে এযুগের দাজ্জাল হিসেবে প্রমাণ করেছেন। যে দাজ্জালের আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী আঁ হযরত (সা.) করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, তাদের দ্বারা ইসলামের ক্ষতি সাধন হবে, কিন্তু প্রতিশ্রুত মসীহর ফুৎকারে সেই দাজ্জাল ধ্বংস হবে। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এহেন মসীহ মওউদকে ইংরেজরা নিজেদের সঙ্গে কিভাবে হাত মেলাতে পারত। এই যুক্তিই তাদের দাবির অসারতা প্রমাণ করে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

"অভিধানে দাজ্জাল বলা হয় মিথ্যাবাদীর দলকে যারা মিথ্যার সঙ্গে সত্য মিলিয়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে বিপথে চালিত করার জন্য প্রতারণা এবং জালিয়াতি করে। এখন আমি দাবির সঙ্গে বলছি যে, মুসলিমের হাদীসের অভিপ্রায় অনুসারে, যা এখনই আমি বর্ণনা করে এসেছি, যদি হযরত আদম (আ.) এর জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত যে সমস্ত লেখনী ও উপকরণ যা কিছু আমরা পেয়েছি, সেগুলির ভিত্তিতে পৃথিবীর সমস্ত এমন মানুষদের অবস্থার উপর দৃষ্টি দিই যারা দাজ্জালিয়াতের কাজ নিজেদের কাঁধে নিয়েছিল, তবে এই যুগের পাদ্রীদের দাজ্জালিয়াতের নজির মোটেই পাওয়া যাবে না।"

(ইজালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩ খণ্ড,পৃ: ৩৬২)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, বহু দাজ্জাল অতীত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হয়তো আরও দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে, সেই মহা দাজ্জাল যার মিথ্যা ও প্রতারণা খোদা নিকট এমন অপছন্দনীয় যে, এর ফলে আকাশ খণ্ডবিখণ্ডিত হওয়ার উপক্রম হয়, এই দলটিই মাটির ঢেলাকে খোদার আসনে বসিয়েছে।" (আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৪৬)

পাদ্রীদেরকে ইসলামের তবলীগ এবং ইসলামের কল্যাণ ও নিদর্শনাবলীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আহ্বান

আমরা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানতে চাই যে, ইংরেজরা কি এমন ব্যক্তির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে পারে যে কিন া তাদের পাদ্রীদের নিরুত্তর করে রেখেছে। ব্যাপটিসম প্রাপ্ত স্বদেশী পাদ্রী হোক বা বিলেতি পাদ্রী হোক, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মোকাবেলায় মুখ খোলার সাহস কারো ছিল না। তাই যে ব্যক্তি পাদ্রীদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে, তাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে এমন একজনকে ইংরেজদের পক্ষ থেকে দাবি করানোর গল্প নিতান্তই হাস্যকরই বটে। সৈয়্যাদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কিভাবে পাদ্রীদেরকে ইসলামের বাণী পোঁছে দিয়েছেন, কিভাবে তাদেরকে একের পর এক চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন, বার মোকাবেলা করার আহ্বান জানিয়েছেন, কিভাবে তাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন তার ছোট্ট একটা ঝলক উপস্থাপন করব। তিনি (আ.) বলেন-

এই অধমের সত্যতার চতুর্থ নিদর্শন হল, এই অধম ইলহামী বরকতের মোকাবেলার জন্য অন্যান্য ধর্মের প্রতি বারো হাজারের কাছাকাছি চিঠি এবং ইশতেহার প্রেরণ করেছে, বিশেষ করে পাদ্রীদের মধ্য থেকে ইউরোপ, আমেরিকা এবং ভারতের কোন খ্যাতনামা পাদ্রীর নাম অবশিষ্ট ছিল না যাদের উদ্দেশ্যে রেজিস্ট্রি চিঠি পাঠানো হয় নি। কিন্তু প্রত্যেকেই সত্যের ভয়ে গুটিয়ে গেছে।"

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৭)

"ভারত, ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, রাশিয়া ও রোমে পণ্ডিত ও ইহুদীদের ষোলো হাজার ধর্মবিদ ও ইহুদীদের নেতা ও খৃষ্টান পাদ্রী ও বিশপ বিদ্যমান, যাদেরকে রেজিস্ট্রি করে এই মর্মে একটি প্রবন্ধটি পাঠানো হয়েছে যে ইসলাম ধর্মই সত্য ধর্ম আর অন্যান্য সকল ধর্ম সত্য থেকে বহু দুরে সরে গেছে। বিরুদ্ধবাদীদের মধ্য থেকে যদি কারো সন্দেহ থাকে তবে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক আর এক বছর পর্যন্ত কাছে থেকে ইসলাম ধর্মের নিদর্শন আমার কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করুক। আর আমি যদি ভুল প্রমাণি হই, তবে আমার কাছ থেকে মাসিক দু'শ টাকা হিসেবে এক বছরের ক্ষতিপূরণ নিয়ে নিবে। এর অন্যথা হলে সে ইসলাম গ্রহণ করবে এবং চাইলে নিজেকে আশ্বস্ত করতে সেই টাকা কোন ব্যাংকে জমা করিয়ে নিতে পারে, কিন্তু কেউই এ পথ মাড়ালো না। " (শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৬৯)

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর, ২০১৩

ইউনিভার্সিটির ছাত্রীদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.) এর বিশেষ অনুষ্ঠান।

কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর এর ইংরেজি অনুবাদ উপস্থাপিত হহয়।

উর্দু অনুবাদের পূর্বে হুযুর আনোয়ার বলেন,উর্দু অনুবাদের প্রয়োজন কি? আপনারা সকলে ইউনিভার্সিটির ছাত্রী, ইংরেজি ভাল জানেন,উর্দুর থেকেও ভাল জানেন।

হুযুর ছাত্রীদের কাছে জানতে চান যে, তারা গবেষণার কোন বিষয় নিয়ে পড়ছে কি না। এর উত্তরে একজন ছাত্রী জানান, মার্কেটিং এবং দর্শনশাস্ত্রে তিনি ডিপ্লোমা করছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, মার্কেটিং কিভাবে করে? কিভাবে মানুষকে বোকা বানাতে হয় সেটাই কি? মার্কেটিং এর অর্থ তো এটাই। এক সেন্টের পণ্য দশ ডলারে বিক্রয় করা।

এরপর আয়েশা আলি উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন। এরপর আঁ হযরত (সা.) এর হাদীস উপস্থাপন করা হয়।

হযরত শহর বিন হাওশব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত উম্মে সালমা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করি যে, হে উম্মে মুমেনীন! আঁ হযরত (সা.) যখন আপনার কাছে অবস্থান করেন,তখন তিনি অধিকাংশ সময় কোন দোয়াটি করতেন? উম্মে সালমা (রা.) বলেন, হুযুর (সা.) এই দোয়াটি করতেন

يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ

অর্থাৎ হে হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণকারী! আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর অবিচল রাখ। উম্মে সালমা বলেন, আমি হুযুর (সা.) কে সব সময় এই দোয়া পড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করি। তিনি (সা.) উত্তর দেন, 'উম্মে সালমা! মানুষের হৃদয় খোদা তা'লার দুটি আঙুলের মাঝে অবস্থান করে। যাকে তিনি অবিচল রাখতে চান রাখেন এবং যাকে অবিচল রাখতে চান না তার হৃদয়কে বক্র করে দেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, সকলে কালো বোরকার ইউনিফর্ম সেলাই করেছে। আপনারা নিজে তৈরী করেছেন না কি লাজনাদের স্টল থেকে সংগ্রহ করেছেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কতজন বোরকা পরে এসেছেন? ছাত্রীরা উত্তর দেয়, বোরকা সবার নিজের নিজের।

হুযুর আনোয়ার বলেন,খুব ভাল কথা। এখন এটা আর যেন খুলে ফেলবেন না। নিজের মত করে স্কার্ফ বানিয়ে নিলেও হবে, কিন্তু অবশ্যই সেটা ব্যবহার করুন।

এরপর একটি প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়।

এই প্রেজেন্টেশনে বলা হয়েছে যে, কুরআন করীম এমন হিদায়াতের নীতি শিক্ষা দেয় যা প্রজ্ঞা ও সত্যতায় পরিপূর্ণ এবং তা সফল জীবন যাপনের ব্যবহারিক নীতি বলে দেয়।কুরআন করীমকে খোদা তা'লা এক পবিত্র বৃক্ষের সঙ্গে উপমা দিয়েছেন যা সকল দোষত্রুটি থেকে মুক্ত আর এর মাঝে সকল প্রকারের কল্যাণ রয়েছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে ইলহাম হয়, 'আমি তোমার তবলীগকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পোঁছে দিব।' আর ইসলামের সঠিক শিক্ষাকে পৃথিবীর সকলের কাছে পোঁছে দেওয়ার চেষ্টাই আমাদের করতে হবে। আমাদের লাজনা নিম্নলিখিত চেষ্টপ্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

১) ইসলামে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে পশ্চিমি দুনিয়ায় যে ভ্রান্তি রয়েছে সেগুলি দূর করা। বিভিন্ন প্রচার দল তৈরী হয়ে আছে যাদের অধীনে তারা কাজ করে।

২) ব্রিটিশ কলোম্বিয়ার লাজনা ইউনিভার্সিটি, কলেজ এবং লাইব্রেরী প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। যেমন, কুরআন করীমের প্রদর্শনী,সীরাতুন নবী (সা.) কনফারেন্স এবং আন্তধর্মীয় সম্মেলন।

ছাত্রীদের প্রশ্নোত্তর

একজন ছাত্রী প্রশ্ন করেন যে, হুযুর! একাধিক দেশে পিস সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয়েছে এবং সিরিয়া নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বর্তমান যুগে প্রযুক্তি অর্থাৎ ড্রোনস প্রভৃতি প্রযুক্তির আক্রমণে নিরীহ শিশুরাও মারা যাচ্ছে। যেমন সিরিয়া এবং পাকিস্তানে হচ্ছে। যদি তালিবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়, তবে তাতে যে সব নিরীহ মানুষ মারা যায়, সেক্ষেত্রে তাদের পাপের দায়িত্ব কাদের উপর বর্তাবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রশ্ন হল ড্রোনের এই প্রযুক্তি এতটাই নিঁখুত যে পিনপয়েন্ট করেও একে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু তাদের জানা থাকে না আর অনুমান করতে পারে যে কোন জিনিসি এখানে আছে।

ড্রোন কি জন্য বানানো হয়েছিল? এটা কৃষিকাজে ব্যবহারের জন্য তৈরী হয়েছিল। কিছু মোকামাকড় যা ফসলকে ধ্বংস করত তাদের তাড়ানোর জন্য। এরপর শুটার তাদেরকে শুট করত। এর মধ্যে এমন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় যা নিঁখুতভাবে আপনাকে লক্ষ্যকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে যাতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত করা যায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: তাই এরা যা কিছু করছে তা অনুচিত। দ্বিতীয়ত এই ড্রোন আক্রমণ যদি কেবল সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে করা হয় তবে কেবল ড্রোনের প্রয়োজন নেই, বরং সন্ত্রাসবাদীদের ধরার আরও অনেক উপায় আছে। পাকিস্তানে যে সব সন্ত্রাসবাদী রয়েছে, তারা কোথায় লুকিয়ে থাকে, সে সব তথ্য সরকারের কাছে আছে।এরা মসজিদে আসে আর হামলা করে পালিয়ে যায়। সরকারের ল' এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিদেরকে মসজিদের ভিতরে যেতে নিষেধ করা আছে। আর সন্ত্রাসবাদীরা মসজিদের ভিতরে গিয়ে আক্রমণ করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আফগানিস্তান সরকারও জানে যে কোথায় কোথায় সন্ত্রাসবাদীরা লুকিয়ে আছে। তাই ড্রোন দিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের মূলোপৎপাটন করার যুক্তি নিছক একটা বাহানা। কিন্তু বাস্তবে এমনটা নয়। সরকার যখন জানতে পারে যে, তাদের বা তাদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে কেউ ষড়যন্ত্র করছে, তখন সেখানে গিয়ে তারা ড্রোন আক্রমণ করে। যদিও এছাড়া সেখানে আরও অন্যান্য এলাকাকেও টার্গেট করতে পারে যেখানে সন্ত্রাসীবাদীরা আছে বলে তাদের জানা থাকে। এছাড়াও আরও একটি বিষয় হল সন্ত্রাসবাদীরা কোনও বাজারে থাকে না। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কোন দূরবর্তী এলাকায় তারা ঘাঁটি গাড়ে। সেখানে গিয়ে ড্রোন আক্রমণ করলে করতে পারে আর নিখুঁতভাবে টার্গেটের উপর আঘাত করাও সম্ভব হবে। কিন্তু নিজের ইচ্ছে মত যেখানে খুশি ড্রোন হামলা চালানো কেবল বাহানা।

এছাড়া সিরিয়াতে যে অত্যাচার হচ্ছে বা লিবিয়ায় হয়েছে সেটা সরকারও করেছে আর বিদ্রোহীরাও করেছে বা তথাকথিত বিরোধীপক্ষও করেছে। উভয়পক্ষ থেকে অত্যাচার হচ্ছে। সেই কারণেই আমি কখনও বলি নি যে এক পক্ষ থেকে অন্যায় হচ্ছে। আমি এই সব পরাশক্তিদেরও বলি যে, তোমরা জান যে, অন্যায় উভয় পক্ষ থেকে হচ্ছে। একজন রাজনীতিক যে নিজেকে বিরাট মানবাধিকার কর্মী হিসেবে দাবি করেন, তিনি মানবাধিকার কমিশনের একজন প্রতিনিধি, আমি তাঁকে বলেছিলাম, আপনারা জানেন যে, তালিবানদের সাহায্য করছেন, তাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছেন,অপরদিকে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে কথা বলে, তোমরা তাদেরকে মেরে ফেল। তাই এটা তো ন্যায়নীতি নয়।

এই সব কিছু আল্লাহ্ তা'লাকে ভুলে যাওয়ার কারণে হচ্ছে। তাই আমি সব সময় একটা কথা অবশ্যই বলি, 'আল্লাহ্কে স্মরণ কর, সব কিছু স্মরণ থাকবে। আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বোঝানোর জন্য শান্তির কথা বলে থাকি।

* একজন ছাত্রী প্রশ্ন করেন যে, বর্তমানে অধিকাংশ দেশের সরকার এবং ধর্মীয় জামাতগুলি দারিদ্র দূর করার জন্য মাইক্রো ফাইনান্সিং এর পথ অবলম্বন করছে। আমার প্রশ্ন হল, হিউম্যানিটি ফার্স্ট এর জন্য জামাতের পক্ষে এটা কি অবলম্বন করা সম্ভব?

হুযুর আনোয়ার বলেন: মাইক্রো ফাইনান্সিং এর ধারণা কে দিয়েছিল? বাংলাদেশের একজন নোবেল বিজেতা অধ্যাপক এই ধারণা দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ থেকে এই ধারণার উৎপত্তি। এটি একটি ছোট, দারিদ্র পীড়িত ও বঞ্চিত দেশ। সেখানে ক্ষুদ্র ঋণ কুটির শিল্প গড়ে উঠতে সহায়তা করেছে এবং এই কাজে মহিলাদের উৎসাহিত করা হয়েছে। সেখানে তাদের ভাল বিপনণ হয়েছে এবং লোকেরদের মধ্যে আর্থিক স্বচ্ছলতা এসেছে। কিন্তু বড় বড় দেশে ক্ষুদ্র ঋণের অবধারণা নেই। যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কিছু মানুষ বস্তিতে থাকে, তদেরকে কেন উৎসাহিত করেন না?

হুযুর আনোয়ার বলেন: ড্রোন মিসাইল দিয়ে মানুষকে টার্গেট করছে,আমাদের এখানে তাদেরকে মাইক্রো ফাইনান্স দ্বারা সহায়তা করুন এবং উৎসাহিত করুন এবং সেখানে শিল্প গড়ে তুলুন।

সেই ছাত্রীটিই বলে, সুদের হার থাকা সত্ত্বেও মাইক্রো ফাইনান্স বেশ উপযোগী।

হুযুর আনোয়ার বলেন, বাংলাদেশে যে ক্ষুদ্র ঋণ শুরু হয়েছিল তাতে কোন সুদ ছিল না। আর কেউ তাতে সুদ যুক্ত করলেও তা ছিল অত্যন্ত নগণ্য যা প্রত্যাশিত লাভের চেয়ে অনেক কম। কিন্তু এখানে ব্যাংকের যে সুদের হার তা অত্যন্ত চড়া। অপরদিকে বাংলাদেশে এটা এতটাই নামমাত্র ছিল যে, মহিলারা দেওয়ার সময় বুঝতেই

পারে নি। এখানে বলা হচ্ছে যে, সেটা সুদের হার, কিন্তু তারা এই দাবি করে না যে এটা সুদ ছিল, বরং বলছে সব কিছুই সুদশূন্য।

হুযুর আনোয়ার বলেন, কিন্তু বর্তমানে যে ইসলামিক ব্যাংক বা ইসলামিক ফাইন্যান্সের প্রচলন এসেছে,তা মধ্যপ্রাচ্য তথা আরব বিশ্বেও।এগুলো তো ইসলামিক ব্যাংকিং নয়। তারা এর নাম পাল্টে দিয়েছে। কিন্তু সেউ পুরোনো বই নতুন মলাটে। অনুরূপভাবে সুদের হারের বিষয়টিও রয়েছে। অনেক গবেষক এ বিষয়ে কাজ করছে। আমাদের কিছু আহমদীও ইসলামিক ফাইনান্সিসং নিয়ে গবেষণা করছেন। এর পরিণাম এলে জানতে পারবেন।

ছাত্রীটি প্রশ্ন করে যে, হুযুর আনোয়ারের মতে আমাদের জামাতে ক্ষুদ্র ঋণকে উৎসাহিত করা উচিত?

হুযুর আনোয়ার বলেন: যে কোন ধরণের আর্থিক কর্মকাণ্ড যা দুর্বলদের উন্নতির জন্য এবং সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীদের উপকারে লাগে তা চালু করা উচিত।

* এর পর আরও একজন ছাত্রী প্রশ্ন করে যে, আমাদের জামাত অত্যন্ত ছোট, দশ-পনেরোটি পরিবারের বাস আর জামাতের সেই রকম পরিবেশ আমরা দেখতে পাই না যেমনটি জলসার সময় হয়ে থাকে। হুযুর আনোয়ার যুবক সম্প্রদায়কে কি পরামর্শ দিবেন যাতে তারা বিপথগামী হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

হুযুর আনোয়ার ছাত্রীটিকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনাদের সেন্টার নেই?' ছাত্রীটি উত্তর দেয়, সেন্টার আছে কিন্তু খুব ছোট।

হুযুর আনেয়ার বলেন: সেন্টার থাকলে পরিবেশ নেই কেন? ভ্যাঙ্কুভারেও তো পরিবেশ নেই। এখানেও তারা ৫০ বছর পর মসজিদ তৈরী করেছে। তাই তো আমি বলে থাকি, পরিবেশ তৈরী করতে হলে মসজিদ তৈরী করুন। গত খুতবাতেও আমি একথা বলেছিলাম।

ছাত্রীটি বলে, যুবসম্প্রদায়কে জাগতিক হইহুল্লোড় থেকে রক্ষা করতে হুযুর আনোয়ার কি উপদেশ দিবেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: দুপুরে আমি এক ঘন্ট কথা বলেছি। সেগুলো সব উপদেশই তো ছিল। আগে ওগুলো হজম করুন। আমি যে কথাগুলি বলেছি সেগুলির প্রধান প্রধান অংশ নির্বাচন করে সামনে রাখুন। এটিই তোমাদের জন্য উপদেশ।

* একজন ছাত্রী বলেন: হুযুর আনোয়ার টরেন্টোতে আয়েশা একাডেমির সঙ্গে ক্লাস চলাকালীন বলেছিলেন, জামাতের ২৫ শতাংশ মহিলাদের আয়েশা একাডেমিতে আসা উচিত। এ বিষয়ে আপনি এখানকার বোনদের কিছু উপদেশ দিন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনারা আমার কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করেছেন, এগুলিই উপদেশ।সকলে শুনেছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) প্রশ্ন করলে একজন ছাত্রী বলেন, তাঁর শেকড় বাংলাদেশে, তিনি আয়েশা একাডেমিতে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী এবং সেখানেই উর্দু শিখছেন। ছাত্রীটি বলেন, তিনি সেখানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর বইগুলি উর্দুতেও পড়েছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মাশাআল্লাহ্! আপনি বাংলাদেশী হয়েও উর্দু বলছেন।

অন্যান্য ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে হুযুর আনোয়ার বলেন, দেখো, এর থেকে শিক্ষা নাও।

একজন ছাত্রী বলেন, হুযুর আনোয়ার আমাদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে, পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতি এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মাথায় রেখে আমরা যেন খাদ্যসামগ্রী সঞ্চয় করে রাখি। আপনি কি এখনও আমাদের একই উপদেশ দিবেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: অবশ্যই করুন। কেবল যুদ্ধের বিষয় নয়, যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর কারণ হতে পারে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে প্রবল ঝড়বৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে নিউইয়র্ক বা ওয়াশিংটন এবং অন্যান্য অঞ্চলে যেখানে যেখানে তারা খাদ্য সঞ্চয় করে রেখেছিল, তাদের কোন সমস্যা হয় নি। অনেকে পাঁচ-ছয় দিনের জন্য পুরোপুরি আটকে পড়েছিল আর তারা সেই সঞ্চিত খাদ্যসামগ্রী দিয়েই দিন কাটিয়েছে। আহমদীরা নিজেরাই আমাকে সেকথা জানিয়েছেন যে, তারা আমার কথা শুনেছেন আর যারা শোনে নি তাদেরকে ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অনেকে পাঁচ-ছয় দিন কেবল পানি খেয়ে কাটিয়েছে। তারা টিন-ফুড সঙ্গে রেখেছিলেন যা তাদের কাজে এসেছে। তাই পরিস্থিতি যে কোন প্রকারের হতে পারে। শুধু তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ বলেই নয়, পৃথিবীর যে পরিস্থিতি তাতে যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপস্থিত হতে পারে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন- 'হে এশিয়া! তুমিও নিরাপদ নও। হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও। হে দ্বীপবাসীগণ! তোমরাও নিরাপদ নও।' এতে বিশ্বযুদ্ধ একটি কারণ হতে পারে। অন্যথায় আরও অনেক বিষয়ও আছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ অনেক ধরণের হতে পারে। তাই খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সঞ্চয় করে রাখা উচিত।

গতকাল এক ব্যক্তি আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসেন। তিনি বয়আত করেন নি কিন্তু আহমদীয়াতের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি বলছি, আমাদের দেশ কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে সর্বত্র সব কিছু পাওয়া যায়। সুপার স্টোরে, দোকানে যা খুশি কিনে নাও। এখানে আপনি আমাদের উপদেশ দিচ্ছেন খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করে রাখতে। তিনি বলেন, স্বপ্নের মাঝেই আমাকে বলা হয় যে, এভাবেই আমি বাড়িতে নিরাপদে আছি। খুব ভাল বাড়ি, সুন্দর একটা জায়গায় রয়েছে। একদিন ঝড় শুরু হয় আর বাড়ির নীচে থেকে এর ভিত নড়তে শুরু করে, আমি ভয় পেয়ে যাই আর ভাবি এটা কি হল! এরই মাঝে মুরুব্বী সাহেব বা কোন বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাত হয়, যিনি বলেন-'এখনও সময় আছে, তওবা করে নাও। তোমার এই বাড়ি ঠিক হয়ে যাবে এবং দীর্ঘস্থায়ী হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই ধরণের ঘটনা হতে পারে। অনেক ধরণের ঝড় আসতে পারে। কেবল বিশ্বযুদ্ধের কথাই শেষ নয়।

*ব্রিটিশ কোলোম্বিয়া অঞ্চলের সেক্রেটারী তবলীগ প্রশ্ন করেন যে, আমরা এখানে পিস সিম্পোজিয়াম (শান্তি সম্মেলন)এর আয়োজন করেছিলাম, যেখানে এম.এল.এ এবং এম.পি প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিতি হয়েছিলেন। তাঁদেরই মধ্যে একজন আমাদের কাছে অনুরোধ করেন যে, আপনাদের জামাত এত সক্রিয়, আপনারা কি আমাদের সঙ্গে যৌথভাবে নারী কল্যাণের কাজ করতে পারেন? এ বিষয়ে হুযুর আনোয়ার কি নির্দেশ দিবেন?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: বেশ। আপনারা যদি এমন পরিপক্ক হন আর তাদের সঙ্গে একটি দল গঠন করেন তবে এতে অংশ নিতে পারেন। অন্তত তাদেরকে নতুন কোন ধারণা দিতে পারেন। নবুয়তের দাবির পূর্বে আঁ হযরত (সা.) 'হিলফুল ফুযুল' নাম সংগঠনের সঙ্গে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিলেন। আর নবুয়তের বেশ কয়েক বছর পর তিনি (সা.) একবার বলেছিলেন, আজও যদি কেউ আমাকে মানবতার সেবার জন্য আহ্বান করে, কোন অমুসলিম হলেও, আমি তাকে অগ্রাধিকার দিব এবং এই কাজে অংশগ্রহণ করব।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যুক্তরাষ্ট্রে যে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ছিল, সেখানে আমি এই উদাহরণ দিয়েছিলাম যে, জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য যেখানেই আমাদের আহ্বান করা হোক আর যার পক্ষ থেকেই সেই আহ্বান আসুক না কেন, আমরা সেখানে যাই এবং সেই কাজে অংশ নিই। আফ্রিকায় একাধিক এন.জি.ও আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। আমরা তাদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করি। আমাদের কর্মীরা সেই সব কাজে অংশ নেয়, কিন্তু তাদের সঙ্গে মিলে তাদের মত গেল এমনটা যেন না হয়। নিজেদেরও একটা স্বতন্ত্র পরিচয় বজায় রেখে আপনারা তাদের সঙ্গে কাজ করতে পারলে অবশ্যই করুন।

*সেক্রেটারী সাহেবা প্রশ্ন করেন যে, সেই সব লোকদের যদি কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে,তবু কি তাদের সঙ্গে কাজ করতে পারব?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনারা তো মানবতার সেবার জন্য কাজ করবেন, কোন রাজনৈতিক দলের জন্য নয়। সেখানে তাদের সঙ্গে কাজ করলে তাদের কানজারভেটিভ পার্টিকেই ভোট দেওয়া বা তাদের জন্য চাঁদা সংগ্রহের কাজ আপনার জন্য অনিবার্য যেন না হয়ে দাঁড়ায়। আপনারা কোন রাজনৈতিক দলের জন্যই চাঁদা সংগ্রহ করবেন না, বরং সেই সব বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষদের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করবেন, যারা সমাজে দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত।

একজন ছাত্রী প্রশ্ন করেন যে, পাকিস্তানে আহমদীদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে, এর কি শেষ নেই? কিভাবে এটা বন্ধ হবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই অত্যাচার কিভাবে বন্ধ হবে সেটা তো আল্লাহ্ই ভাল জানেন। কিন্তু বন্ধ হবে। ইনশাআল্লাহ্। অবশ্যই বন্ধ হবে। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন, তোমরা মনে করো না যে, তোমাদেরকে পরীক্ষা না করেই আমি ছেড়ে দিব। এটা তাদের জন্য একটা পরীক্ষা।

হুযুর আনোয়ার বলেন , আর একথাও মনে করো না যে, তোমরা বসে এখানে বিলাসিতায় দিন কাটাচ্ছ, তোমাদেরও এক সময় পরীক্ষা আসবে। এখানে তোমরাও নিরাপদ নও। এমনটি ভেবে বসো না যে এখানে বেশ সুখে আছ। এক সময় আসবে, হতে পারে তোমরা নও, যখন তোমাদের পরবর্তী প্রজন্ম বিপদের সম্মুখীন হতে পারে। যে কোন প্রকারের বিরোধিতা বা সমস্যার উদ্ভব হতে পারে। তবে যদি আল্লাহ্ তা'লার

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 5 Oct, 2023 Issue No.40

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

তকদীর ক্রীয়াশীল হয় আর দ্রুত আহমদীয়াতের বিজয় লাভ হয়, সে ভিন্ন কথা। আল্লাহ্ তা'লাই সে কথা ভাল জানেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বাকি মৌলবীরা থাকবেই, শত্রুতাও থাকবে। পাকিস্তান সরকার যে আইন তৈরী করেছে আপাতত সেটাকে বিলোপ করা শক্তি তাদের কারো হাতে নেই। আল্লাহ্ তা'লার তকদীর যেদিন ক্রীয়াশীল হয় তখন বিচার হয়।ইনশাআল্লাহ্ হবে। কিন্তু কবে এবং কিভাবে হবে তার জন্য আল্লাহ তা'লা 'বাগতাতান' শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর ইলহামেও 'বাগতাতান' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বিপ্লব যেদিন সাধিত হয় তখন তা সহসায় নেমে আসে, আর তখন বোঝা যায় না যে, কি হতে চলেছে। আপনারা যখন এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের দিকে এগোতে থাকবেন তখন আপনাদের বিরোধিতা শুরু হবে।যদি অর্ধেক কানাডা আহমদী হয়ে যায় তবে খৃষ্টানরা আপনাদের বিরোধিতা করবে, যেভাবে পাকিস্তানে মৌলবীরা করে থাকে। এখন এখানে কানাডার উত্তরের কিছু প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে সব গীর্জা রয়েছে সেখানে আমরা পিস সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা শুরু করেছিলাম। প্রথমবার পাদ্রীরা নিজেদের গীর্জা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিল। খুদ্দাম ও জামাতের অন্যান্য সদস্যরাও সেখানে গিয়েছিলেন। যখন তারা দেখল যে, এরা মানুষকে আকৃষ্ট করছে, মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হচ্ছে, তখন সেই খৃষ্টান পাদ্রীরাই আমাদের বিরোধিতা করতে শুরু করে, যারা এর আগে আমাদেরকে সেখানে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। এটা সর্বত্রই হয়ে থাকে। আপনাদের ওখানেও হয়ে থাকবে। হতে পারে ততটা প্রবল বিরোধিতা নয় যতটা পাকিস্তানে হয়ে থাকে, কিন্তু কিছুটা হলেও বিরোধিতার সম্মুখীন আপনাদেরও হতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: পাকিস্তানে ইনশাআল্লাহ্ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। এখনও সেখানে সমস্ত এলাকায় আহমদীরা বাস করছে। সকলেই বিদেশে আসতেও পারবে না। আপনারা কিম্বা অন্য কোন দেশ সমস্ত আহমদীদের পুনর্বসানের ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত হবে না, আর কোনও দেশ তা করতে সক্ষমও হবে না। তাই সেখানে যারা বাস করছে তাদেরকে যেভাবেই টিকে থাকতে হবে। এবং ইনশাআল্লাহ্ তারা টিকে থাকবে। তাদের জন্য আল্লাহ তা'লা অবশ্যই কোন ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এটা আল্লাহ্ তা'লার তকদীর, যেটা আমরা জানি না। কিন্তু তা একদিন প্রকাশ পাবেই। ইনশাআল্লাহ।

ওয়াকফাতে নও দের সঙ্গে ক্লাসের প্রশ্নোত্তর পর্ব।

একজন ওয়াকফা নও প্রশ্ন করে, 'যদি আমাদের বিয়ে এমন কোন ছেলের সঙ্গে হয় যে ওয়াকফে নও নয়, তবে বিয়ের পর কিভাবে নিজেদের ওয়াক বজায় রাখতে পারব?

হুযুর আনোয়ার বলেন: যখন বিবাহ সম্পর্ক হয়, যেভাবে পুরুষকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে এমন মেয়ের সন্ধান কর যে ধর্মপ্রাণ হবে। অনুরূপভাবে মেয়েদেরকেও বিবাহের পাত্র নির্বাচনের সময় ছেলে ধর্মভীরুতার বিষয়টি দেখা উচিত। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, জাগতিকতা, সম্পদ, বংশ পরিচয় বা সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টি দিও না। বরং কেবল ধর্মের বিষয়টি লক্ষ্য রাখবে। স্বামী যদি ওয়াকফে নও হয়, ধার্মিকও হয় তবে সে আপনাকে ধর্মের সেবা করতে বাধা দিবে না। যে পরিবেশে থাকবেন সেখানে খিদমত করতে পারবেন। এছাড়া রয়েছে তবলীগের খিদমত। যদি দোভাষী হও, তবে জামাতের বই-পুস্তকের অনুবাদের কাজ করতে পার। চিকিৎসক হলে নিজের স্বামীকে বলতে পার কিছু সময়ের জন্য ওয়াকফ করার জন্য। যেভাবে কিছু মেয়ে ওয়াকফ করেছে, তাদের সঙ্গে তাদের স্বামীরাও চলে গেছে এবং উভয়ে কাজ করছে। জামাত যদি ২৪ ঘন্টার জন্য বলে তবে পুরোপুরি ওয়াকফ করে জামাতের মূলস্রোতের ওয়াকফ ব্যবস্থাপনায় যোগদান করুন। দেখবেন, জামাত কোন না কোন সমাধান বের করে দিবে। আর যদি এটা না হয় তবে যেখানে তোমরা বসে আছ, সেখানে বসেই খিদমত করতে থাক। তবলীগ করতে তো কেউ বাধা দেয় নি আর দোয়া করতেও কেউ বাধা দেয় নি। হাতের কাজ বা বই-পুস্তক অনুবাদের কাজ করতে তো কেউ বাধা দেয় নি। আর লাজনাদের কোন কাজেও কেউ বাধা দেয় নি। ইবাদত ও নামাযেও কেউ বাধা দেয় নি। এই সব কাজগুলো তো করতে পারেন।

প্রশ্ন: হুযুর! আপনি যখন ছোট ছিলেন, তখন কোন স্কুলে পড়তেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: সেই স্কুলটি এখন বন্ধ হয়ে গেছে। এখন তুমি সেখানে যেতে পারবে না। সে যুগে রাবোয়ায় 'ফযলে উমর' নামে একটি নতুন স্কুলে খুলেছিল। সে সময় রাবোয়া খুব কম সংখ্যক মানুষের বাস ছিল। সেই স্কুলটি জামাতীয় স্কুল ছিল। আমি সেখানেই পড়তাম। যতদূর আমার পড়ে, আমিই সেই স্কুলের প্রথম ছাত্র ছিলাম। পরবর্তীতে সেই স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। কেননা সরকার সেটিকে সরকারি স্কুল হিসেবে অধিগ্রহণ করে নেয় এবং অন্য স্কুলের সঙ্গে সেটির বিলয় হয়ে যায়।

*প্রশ্ন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর মৃত্যুর সময় তাঁর শেষ কথা কোনটি ছিল?

হুযুর আনোয়ার বলেন: হুযুর (আ.) শেষ মুহূর্তে আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করছিলেন। তিনি 'হে আল্লাহ্, হে আল্লাহ' বলছিলেন। প্রথমে তিনি অসুস্থ ছিলেন, সেটা ছিল ফজরের সময় কিন্তু যখন জ্ঞান ফিরল, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ফজরের সময় কি হয়ে গেছে?' যারা কাছে ছিলেন, তারা জানালেন, হয়ে গেছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ওযু করতে অবস্থায় ছিল না, তাই তিনি তায়াম্মুম করে নামাযের জন্য নীয়ত বাঁধতেন এবং আর কিছুক্ষণ নামায পড়তে পড়তে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরলে পুনরায় নামাযের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেন এবং আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করতেন। যেভাবে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মহম্মদ (সা.) আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন, ঠিক সেইভাবেই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)ও আল্লাহকে স্মরণ করতে করতে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

*প্রশ্ন: হুযুর! আপনি যে আংটিটি পরে আছেন, তাতে 'মৌলা বস' ইলহাম খোদিত আছে। এই ইলহাম কিভাবে পূর্ণ হয়েছিল?

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই ইলহাম তো আজও পূর্ণ হয়ে চলেছে। এর অর্থ এই নয় যে 'মৌলা অনেক হয়েছে'। এর অর্থ 'আলাইসাল্লাহু বি কাফিন আব্দাহু'র মতই। অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ নেই। সমস্ত কাজ আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় গিয়ে শেষ হয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: প্রত্যেক বস্তুর শেষ হল খোদা তা'লার কৃপা। আর এটা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)ও লিখেছেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 'এই ইলহামটি এভাবে পূর্ণ হয়েছে যেভাবে 'আলাইসাল্লাহু বিকাফিন আব্দাহু' পূর্ণ হয়েছে। একটি কবিতা রয়েছে-

'মুঝকো বাস হ্যায় মেরা মৌলা, মৌলা মুঝকো বাস/ কিয়া খোদা কাফি নেহিঁ হ্যায়' কি শাহাদত দেখ লি'

অর্থাৎ, আমার জন্য আমার প্রভুই যথেষ্ট। 'খোদা কি যথেষ্ট নয়' এর সাক্ষ্য দেখাই কি আমার জন্য যথেষ্ট নয়?

আমার খিলাফতের পর আমার কাছেই দুটি আংটি ছিল, এই সবুজটি মৌলা বস' আর বাদামি রঙেরটি হল 'আলাইসাল্লাহু বিকাফিন আব্দাহু'। এই নিয়ে তিনি কবিতা লিখে ফেলেছেন- 'মুঝকো বাস হ্যায় মেরা মৌলা, মৌলা মুঝকো বাস/ কিয়া খোদা কাফি নেহিঁ হ্যায়' কি শাহাদত দেখ লি' যার অর্থ আল্লাহ্ তা'লাই আমার জন্য যথেষ্ট। এরপর 'আলাইসাল্লাহু বিকাফিন আব্দাহু এর অনুবাদ করেছেন, 'খোদা কি যথেষ্ট নয়' এর সাক্ষ্য দেখাই কি আমার জন্য যথেষ্ট নয়? অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার জ্যোতির্বিকাশ দেখেছি, বরং প্রতিদিনই দেখি আর তা প্রতিদিন পূর্ণ হয়। মৌলা বাস- ও 'আলাইসাল্লাহু বিকাফিন আব্দাহু। (ক্রমশ.....)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: **Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir